পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 138 Saturday, 19 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩৮ সংখ্যা ❋ ৫ বৈশাখ ১৪৩২, শনিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের আগে বিহার থেকে অস্ত্র ঢুকছে বাংলায়? এসটিএফ-র জালে ৪

দুরন্ত বার্তা, দেগঙ্গা, ১৮ এপ্রিলঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় অস্ত্র আসছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে সরব শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই। এই অবস্থায় উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থেকে ৪ অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল বেঙ্গল এসটিএফ। দুটি দোনলা বন্দুক-সহ মোট চারটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ৪ রাউন্ড কার্তুজ। এসটিএফ জানিয়েছে, বিহার থেকে অস্ত্রগুলি আনা হয়েছিল। সেগুলিই বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয় দেগঙ্গায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। গ্রেফতার করা হয় ৪ জনকে। ধৃতদের নাম আমিরুল মণ্ডল, হাবিল মোল্লা, আবু শহিদ হাজী এবং গিয়াসউদ্দিন গাজী। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার কথা ছিল অস্ত্রগুলি। কারা এই অস্ত্র কিনত, তা খতিয়ে দেখছে এসটিএফ। ধৃতদের এদিন বারাসত আদালতে পেশ করা হয়। এর আগে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ঈশ্বরীপুর এলাকা থেকে ১৯০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছিল এসটিএফ। গ্রেফতার করা হয়েছিল চারজনকে। গত বছরের নভেম্বরে কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় বিহারের দুষ্কৃতীদের। অভিযোগ ওঠে, বিহার থেকে রাজ্যে অস্ত্র আসছে। এদিনও গ্রেফতারির ঘটনায়ও বিহার থেকে অস্ত্রগুলি আনা হয়েছিল বলে এসটিএফ জানিয়েছে।

বিধায়কের চশমার দাম সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ বিধায়কদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল নিয়ে নানা সময়ই প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্কও বেধেছে। এবার বিধায়কদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিলে লাগাম টানতে চাইছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। চশমার খরচ বাঁধল বিধানসভা। সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা চশমার জন্য পাবেন বিধায়করা। ২০১৩ সালে তৎকালীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র একটি ৯৯ হাজার ৮৮০ টাকার বিল জমা দিয়েছিলেন। সেই বিল প্রসঙ্গে সাবিত্রী জানিয়েছিলেন, পার্ক স্ট্রিটের একটি দোকান থেকে দুটি চশমা করিয়েছেন। এক একটির দাম নিয়েছিল ৩৫ হাজার টাকা। আর একটা চশমা সারাই করতে আর রোজ যা ওষধ খান, তা মিলিয়ে ওই বিলা জমা দিয়েছিলেন। বিতর্কের মুখে পড়ে সেই বিল প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন সাবিত্রী মিত্র। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বলেছিলেন, কোনও বিধায়ক চশমার জন্য পাঁচ হাজার টাকার বেশি খরচ করবেন না। সেই কথা আবারও নতুন করে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ মনে করিয়ে দিল মুর্শিদাবাদের এক বিধায়কের ঘটনার পরে। বাঁধা হল হাসপাতালের শয্যা বা বেডের খরচও। বেডের জন্য সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত দেবে বিধানসভা। তবে আইসিইউ বা আইটিইউ হলে বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে বিধানসভা। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের শাসকদলের এক বিধায়কের চোখের অস্ত্রোপচার হয়। বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয় তাঁর। চোখের অপারেশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লেন্স বা অন্য সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার বেশি বিল জমা দেন মুর্শিদাবাদের ওই বিধায়ক। তারপরই এই বিষয়ে আবারও স্পষ্ট করে দেওয়া হল চশমার খরচ। আর শয্যা বা বেডের খরচ। বিষয়টি সামনে আসার পরে ওই বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে কথাও বলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গোটা বিষয়টি জানতে চান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তাদের অবস্থান স্পিকারের কাছে স্পষ্ট করেছেন বলে খবর। চশমা আর বেডের বিষয়ে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেও মুর্শিদাবাদের ওই বিধায়কের ওই বিলটি পুরোপুরি খতিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার। তাঁর কথায়, ''আমি সবটা পরীক্ষা করে, দেখে তারপরই সিদ্ধান্ত নেব।''

মুর্শিদাবাদ নিয়ে ঢাকার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি

ফের বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষা নিয়ে সরব ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় এবার ভারত বাংলাদেশ বিবাদ বাঁধল। মুর্শিদাবাদ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি। শুক্রবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, ভারত নয়, বাংলাদেশের উচিত নিজেদের দেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ফের বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনার উল্লেখ করে বাংলাদেশ সরকারকে তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ সরকারের তরফে মুর্শিদাবাদ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় বাংলাদেশের নাম জড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের পাশাপাশি দেশের সরকারি সংবাদসংস্থা বাসস বা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে শফিকুল আলম বলেন, ''মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বাংলাদেশের নাম জড়ানোর যে কোনও ধরনের প্রচেষ্টাকে আমরা দৃ।ভাবে প্রত্যাখ্যান করি।'' বাংলাদেশ সরকারের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। তাদের জানমাল বিপন্ন। শফিকুল আলম বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার মুসলিমদের ওপর হামলা এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত

হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। প্রেস সচিব বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি আর্জি জানাচ্ছে সংখ্যালঘ মুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক। বাংলাদেশ সরকারের ওই প্রতিক্রিয়াকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বলেছে এই জাতীয় মন্তব্য ছদ্ম ধারণা তৈরির কপোট প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংহিসতার ঘটনায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতকারীদের হাত আছে বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। যদিও সরকারিভাবে কোনও সরকারই এমন অভিযোগ করেনি। মিডিয়ার একাংশের বক্তব্য, ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি বাংলাদেশি দুষ্কৃতকারীদের হাত থাকার কথা দিল্লিকে জানিয়েছে। মিডিয়ায় প্রচারিত খবরের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ দায় এড়াতে পারে না। সেই সুত্রে হিংসার দায় বর্তায় কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপরে। মিডিয়ায় প্রচারিত এই সংক্রান্ত খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার কড়া বিবৃতি দেয় বাংলাদেশ সরকার। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনার বিপরীতে বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুসের সরকার মুসলিম কার্ড খেলার চেষ্টায় নেমেছে। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে ভারত সরকার বারে বারে সরব হয়েছে। এ মাসের গোড়ায় ব্যাঙ্ককে মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জবাবে ইউনুস আগের অবস্থানে অনড় থেকে দাবি করেন, ঘটনাগুলি মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়। পুরো দস্তুর রাজনৈতিক। সেখানে মুর্শিদাবাদে দুই সম্প্রদায়ের মানুষই হিংসার শিকার হয়েছে। নিগত তিনজনের দু'জন হিন্দু। একজন মুসলিম। ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট হয়েছে দুই সম্প্রদায়েরই।

এপ্রিলের শেষেই নাড্ডার চেয়ারে বিজেপির নয়া সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) চলতি মাস অর্থাৎ এপ্রিলের শেষের দিকে নতুন দলীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারে। জানা গিয়েছে যে এই পদক্ষেপের পরেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ এবং রদবদল হতে পারে। উল্লেখ্য, গত দু'দিন ধরে নিজের উত্তরসূরি খুঁজতে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন বর্তমান বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা। এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক দল যেমন এনসিপি, শিবসেনা এবং বিহারের মিত্রদের নতুন মুখদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পরবর্তী বিজেপি সভাপতি নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং ভূপেন্দ্র যাদবের নাম আলোচনায় রয়েছে। জানা গিয়েছে আগামী সপ্তাহের কোনও এক সময় এই বিষয়ে আরএসএসের মতামত জানতে চাইবে বিজেপি। এই সপ্তাহের মধ্যেই বিজেপি তার রাজ্য ইউনিটগুলির পুনর্গঠন সম্পন্ন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিজেপি সভাপতির নাম ঘোষণার আগে দল ৪-৫ জন নতুন রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারে। নতুন বিজেপি সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য আগামী সপ্তাহে নোটিফিকেশন জারি করতে পারে বিজেপি। নোটিফিকেশন জারির পর শুরু হবে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। এরপর বিজেপি সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে যদি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রত্যাশিতভাবে, পরবর্তী বিজেপি প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন, তবে এটি মন্ত্রিসভায় আরেকটি শূন্যস্থান তৈরি করবে, যার ফলে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ বা রদবদলের প্রয়োজন হবে। আগামী ২১ শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে দেখা করবেন। এরপর এপ্রিল ২২-২৩ সৌদি আরব সফরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ভারতে ফেরার পরই শুরু হবে বিজেপি সভাপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকের ঝড় উঠেছে, পরবর্তী বিজেপি প্রধান, ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম এবং রাজ্য সরকারগুলির বিল ইস্যুতে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশিত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ নিয়ে আলোচনা চলছে, যার বিরুদ্ধে সরকার পুনর্বিবেচনার আবেদনের পরিকল্পনা করছে।

নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বিবিধ বদল আনতে যাচ্ছে এসএসসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নিয়োগপ্রক্রিয়ায় একাধিক বদল আনতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। আগামী ৩১ মে-র মধ্যে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। তার আগে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অনেক বদলের ভাবনা রয়েছে। সেগুলি প্রস্তাব আকারে স্কুল শিক্ষা দফতরে পাঠাতে চলেছে এসএসসি। সরকারের অনুমতি মিললে নিয়োগবিধি বদলে ফেলা হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের কার্বন কপি হাতে পেতে পারেন। পরীক্ষার পর তা বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারবেন। এই প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এসএসসি সূত্রে খবর, শুধু ওএমআর শিটের কার্বন কপি নয়, পরীক্ষা পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ফলপ্রকাশের আগেই নির্দিষ্ট উত্তরপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। তা হলে কে কত নম্বর পাবেন, ওই উত্তরপত্র দেখেই তার ধারণা করে নিতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার পর কাউন্সেলিং পর্বেও কিছু বদল আনা হতে পারে। তবে সবই আপাতত ভাবনা এবং আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। সূত্রের খবর, এপ্রিল মাসের মধ্যেই নতুন নিয়োগবিধি প্রস্তুত করে স্কুল শিক্ষা দফতরে পাঠিয়ে দেবে কমিশন। সরকার সেই প্রস্তাবে সায় দিলে সেই বিধি মেনে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

উত্তরপত্রের কার্বন কপি হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা?

জানা গিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল কমিশন। একাধিক পরিবর্তন করে নতুন নিয়োগবিধির একটি খসড়া ওই সময়েই প্রস্তুত করা হয়েছিল। তা শিক্ষা দফতরে পাঠানোও হয়। ২০২৩ সাল পর্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার পর আর কথা এগোয়নি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর পুরনো খসড়া নিয়ে আবার তৎপর হয়ে উঠেছে এসএসসি। পুরনো খসড়াটিতে আরও কিছু পরিবর্তন করে শিক্ষা দফতরে আবার পাঠানো হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন এসএসসির চেয়ারম্যান। একাধিক বৈঠক হয়েছে। গত ৩ এপ্রিল চাকরি বাতিলের মামলায় রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চাকরি গিয়েছে ২৫,৭৩৫ জনের। আদালত জানিয়েছে, নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জিতে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চ জানায়, চাকরি গেলেও আপাতত নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে যেতে পারবেন। শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নির্দেশ কার্যকর হবে না। ৩১ মে-র মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আদালতে তা হলফনামা আকারে জানাবে রাজ্য সরকার। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রায়কে 'বড় স্বস্তি' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। জানিয়েছেন, আদালতের সময়সীমা মেনেই যা করার করা হবে।

সাতপাঁকে... অবশেষে বিয়ে সেরে ফেললেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ঘটা করে বিয়ের পক্ষপাতী নন দিলীপ। তাই সাদামাটা ভাবেই তাঁর নিউটাউনের ফ্ল্যাটে বসে বিয়ের আসর। রীতি-আচার মেনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছাঁদনাতলায় দিলীপ। আচার মেনে তিনি কনের বাড়িতে যাননি। বরং এ ক্ষেত্রে রিঙ্কুই কনের বেশে তাঁর বাড়িতে এসেছেন শুক্রবার সন্ধ্যায়। তাঁর পরনে লাল বেনারসী। মাথায় শোলার মুকুট, কপালে ছোট টিপ, মাথায় লাল ওড়না পরা রিঙ্কুর সাজ একেবারেই সাবেক কনে।

বৈশাখে 'বসন্ত' এল দিলীপের জীবনে! গোধূলি লগ্নে রিঙ্কুর সঙ্গে চার হাত এক হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ অবশেষে বৈশাখ মাসে দিলীপের জীবনে 'বসন্ত' নেমে এল। প্রেমিকার সঙ্গে শুভ পরিণয় সম্পন্ন করলেন। এখন রাফ অ্যান্ড টাফ রাজনীতিবিদ দিলীপ ঘোষ সংসারি হলেন। এই বিয়ে নিয়ে নানা মহলে চর্চা হলেও জীবনের ষাট বসন্ত পার করেছেন দিলীপ ঘোষ একাই। বঙ্গ-বিজেপির রঙিন চরিত্র দিলীপ ঘোষ আজ, শুক্রবার আবদ্ধ হলেন বিবাহবন্ধনে। সংঘের প্রচারক থেকে বিধায়ক, সাংসদ, রাজ্য সভাপতি, সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হয়েছিলেন বিজেপির দৌলতে। সংসার জীবনে নতুন আঙ্গিকে তাঁকে এবার দেখা গেল। নানারকম চর্চা হলেও সবকিছুকে 'ডোন্ট কেয়ার' করে বিয়েতে ব্যস্ত দিলীপ ঘোষ। এক হলেন দিলীপ-রিঙ্কু। এদিকে বাউন্ডুলে দিলীপ ঘোষ এখন বাঁধনে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিজেপি নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি ও ফুলে তোরা পাঠিয়েছেন। অথচ রোজ সকাল-বিকেল এই দিলীপ ঘোষই মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র গালিগালাজ করেন। এখন সেসব অতীত। এখন শুধুই 'তোমায় আমায় নিয়ে বাঁধব যে ঘর আমি সেই দেশে যাই' এমন গানই মনে মনে গাইছেন দিলীপ ঘোষ। এবার দিলীপ ঘোষকে সংসার ধর্ম পালন করতে দেখা যাবে। তাঁর সহধর্মিণী হলেন রিঙ্কু মজুমদার। ছেলের বিয়ে দেখে খুশি হয়েছেন মা পুষ্পলতা। আগামীকাল শনিবার ১৯ এপ্রিল দিলীপ ঘোষের জন্মদিন। ওইদিন প্রাতঃভ্রমণে ১৫০ জনকে ইডলি খাওয়াবেন তিনি। তারপর জন্মদিনের বিকেলে সস্ত্রীক খড়গপুরে রওনা দেওয়ার কথা আছে। অন্যদিকে গোধূলি লগ্নে বিয়ে সারলেন দিলীপ ঘোষ। বর এবং কনেপক্ষ মিলিয়ে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ৪০ জন। আজ, শুক্রবার দিলীপ ঘোষের রাজারহাটের বাড়িতেই চার হাত এক হল। সাপুরজি আবাসন থেকে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষের নিউটাউনের আবাসনে আসেন। হিন্দু রীতি মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদের বিয়ের পর্ব সম্পন্ন হয়। মায়ের আদরের গোপীবল্লভপুরের 'নাড়ু' অর্থাৎ দিলীপ ঘোষের মধুরেণ সমাপয়েৎ হল। এবার হিল স্টেশনে যাবেন মধুচন্দ্রিমা করতে দিলীপ-রিঙ্কু। সেটা নিজেই জানালেন রিঙ্কু। এছাড়া বিয়ে করতে লাল বেনারসী পরে আসেন রিঙ্কু মজুমদার। এই বেনারসী দিলীপ ঘোষের পছন্দ করে দেওয়া বলে জানালেন দিলীপ ঘরণী। দিলীপ ঘোষ বলেন, ''উনি সংসার সামলেছেন। অভিজ্ঞতা আছে। দু'জনেরই রাজনৈতিক জীবন থাকবে। তার সঙ্গেই আমরা পারিবারিক জীবন কাটাব। আমার মা খুব খুশি। মায়ের কথাতেই বিয়েটা হচ্ছে। উনি গিয়ে রিঙ্কুর বাড়িতে থেকে এসেছেন। আমি না থাকতে আমার মাকে রান্নাবান্না করে খাইয়েছে রিঙ্কু। ফলে অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেকটা হয়েই গিয়েছে। বাকিটা ভগবানের ইচ্ছা।'' লাল বেনারসি, গলায় ভারী হার কনে পরেন রিঙ্কু। শুভদৃষ্টি, মালাবদল করে সম্পন্ন হল দাবাং নেতার বিয়ে।

পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিয়েও তুলে নিল নবান্ন! নেপথ্যে কোন কারণ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হয় পুলিশকে। গত ৯ এপ্রিল নবান্নের তরফে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে পুলিশের কিছু পদস্থ কর্তাদের এ ব্যাপারে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আটদিনের ব্যবধানে, গত ১৭ এপ্রিল আবারও একটি নির্দেশিকা জারি করে আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে নবান্ন। প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় যেভাবে গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেকারণেই জরুরি ভিত্তিতে ওই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। মোটের ওপর পরিস্থিতি আবার শান্ত হয়েছে। সে কারণেই পুলিশকে দেওয়া অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে অফিসিয়ালি প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। নবান্ন সূত্রের খবর, গত ৯ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর তরফে

জারি করা নির্দেশিকায় ডিজি, এডিজি, আইজি, ডিআইজি এবং পুলিশ সুপারদের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা-সহ একাধিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়। গত ১৭ এপ্রিল জারি করা নির্দেশিকায় আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সে সময় জানানো হয়েছিল, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সময় বাঁচাতেই পুলিশকে এই ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, কোথাও বড় ধরনের গোলমাল বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে এই 'গোল্ডেন আওয়ার' যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেদিকে বাড়তি নজর দিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল। সূত্রের দাবি, মুর্শিদাবাদ-সহ অশান্ত এলাকাগুলিতে এখন আর গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিস্থিতি নেই। তাই পুলিশের কাছ থেকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হল। অর্থাৎ এখন থেকে আবার ১৬৩ ধারা জারি করতে হলে পুলিশকে অপেক্ষা করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতির জন্য।

'দাদা'কে নবান্ন অভিযানে থাকার আহ্বান চাকরিহারাদের, সৌরভ বললেন, 'আমায় রাজনীতিতে জড়াবেন না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ তিনি বাংলার অন্যতম আইকন। প্রিন্স অব ক্যালকাটা। দাদা। সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার নিজের বাড়িতে হাতজোড় করে বললেন, ''আমাকে এসবের মধ্যে জড়াবেন না।'' হঠাৎ এ কথা কেন বললেন তিনি? এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের ফাঁকেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন সৌরভ। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, চাকরিহারা শিক্ষকদের ডাকে ২১ তারিখের নবান্ন অভিযানে কি তিনি থাকবেন? সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে সৌরভ বলেন, ''কী আছে? আমি জানি না।'' এরপরই হাতজোড় করে বলেন, ''আমাকে রাজনীতিতে জড়াবেন না ভাই।'' সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসএসসি-র ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছে। চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। ঐক্যমঞ্চের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে সবাইকে পথে বসতে হয়েছে। নবান্ন অভিযানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে পাশে পেতে চেয়ে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ঐক্যমঞ্চ। তিলোত্তমার বাবা-মা জানিয়েছেন, ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে থাকবেন তাঁরা। গত ১৫ এপ্রিল সৌরভকেও আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর বেহালার বাড়িতে গিয়েছিলেন ঐক্যমঞ্চের তিন সদস্য। আমন্ত্রণ জানাতে যাওয়ার আগে তাঁরা বলেছিলেন, সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে তাঁর বেহালার বাড়িতে যাচ্ছেন তাঁরা। বেহালার সৌরভের বাড়ির সামনে পৌঁছতেই তিনজনকে আটক করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় ঠাকুরপুকুর থানায়। স্বাভাবিকভাবে সৌরভের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। এদিন, সেই প্রসঙ্গেই সৌরভকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ২১ এপ্রিলের নবান্ন অভিযানে থাকবেন কি না? সৌরভ তখনই জানান, কিছু জানেন না তিনি। হাতজোড় করে আরও বলেন, রাজনীতিতে তাঁকে যেন জড়ানো না হয়। প্রসঙ্গত, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদন মেনে গতকাল সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অযোগ্য চিহ্নিত নন, এমন চাকরিহারারা কাজে ফিরতে পারবেন। কিন্তু, এখন স্কুলে যেতে পারবেন না গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ভুক্ত শিক্ষাকর্মীরা। সুপ্রিম নির্দেশে রাজ্যকে এও বলা হয় যে আগামী ৩১ মে-এর নিয়োগপ্রক্রিয়ার হলফনামা প্রকাশ করতে হবে এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই সেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। ফলে আগামী ৯ মাস স্কুলে যাবেন অযোগ্যে চিহ্নিত নয় এমন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই পরিস্থিতিতে ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে ঐক্যমঞ্চ কী কী দাবি জানায়, সেটা দেখার।

অসুস্থ ফুটবলার শুভ দাসের চিকিৎসার খরচ যোগাতে পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেয় পিআর সলিউশন। আর্থিক দায় ভার নিতে এগিয়ে আসে আদিত্য গ্রুপ। এই উদ্যোগে সামিল ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর হাতে চেক তুলে দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনির্বাণ আদিত্য, অঙ্কিত আদিত্য। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতেই এই অনুষ্ঠানটি হয়। শুভ দাসের পাশে থাকার আশ্বাস দেন সৌরভ।

শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা অমিত শাহের

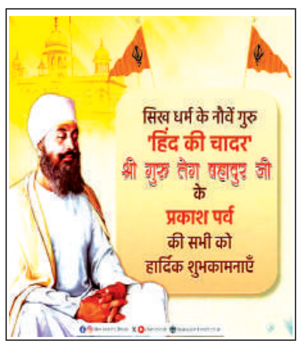

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন অমিত শাহ। তিনি শুক্রবার জানান, শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জি শিখ ধর্মের নবম গুরু হিসাবে অধার্মিকতা, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করে শিখ ধর্মকে আত্ম-সংস্কৃতি রক্ষার সমার্থক করে তোলেন। আজ তাঁর জন্মদিনে, আমি তাঁকে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা জানাই।কট্টরপন্থী হানাদারদের মোকাবিলায় নিজের সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার জন্য অটল থাকা গুরুর আত্মত্যাগ অনন্তকাল ধরে মানব সমাজকে তাদের ধর্ম রক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে বলেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর দেশের সেবাকেই সবার উপরে রেখে কাজ করে গেছেন। দেশ গঠনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চারধাম যাত্রায় রেকর্ড রেজিস্ট্রেশন, কেদারনাথেই ৫ লক্ষাধিক ভক্তের নিবন্ধন

দেহরাদূন, ১৮ এপ্রিল ঃআর মাত্র কিছু দিন পর শুরু হতে চলেছে এই বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সতপাল মহারাজ বলেছেন, চারধাম যাত্রার জন্য আমরা প্রস্তুত। যমুনোত্রী মন্দির এবং গঙ্গোত্রী মন্দিরের দরজা ৩০ এপ্রিল খোলা হবে। কেদারনাথ মন্দির এবং বদ্রীনাথ মন্দির যথাক্রমে ২ মে এবং ৪ মে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। হেমকুণ্ড সাহেব গুরুদ্বার ২৫ মে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।পর্যটনমন্ত্রী সতপাল মহারাজ আরও বলেছেন, আমরা যে জেলাগুলির অধীনে চারধাম মন্দিরগুলি পড়ে তার জন্য ১২ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছি। এখনও পর্যন্ত কেদারনাথ মন্দিরের জন্য ৫,৫১,৭৪৫ জন ভক্ত এবং বদ্রীনাথ মন্দিরের জন্য ৪,৮৪,৪৮০ জন ভক্ত নিবন্ধন করেছেন। এখনও পর্যন্ত, চারধাম যাত্রার জন্য মোট ভক্তের রেজিস্ট্রেশন ১৬,১৯,১৯০ জন।

দিলীপ ঘোষকে বিয়ের উপহার ও শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃবিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বিয়ে উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফুলের তোড়া পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে দিলীপের নিউ টাউনের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তাও।রাজ্য সরকারের ছাপযুক্ত হলুদ রঙের খাম পৌঁছেছে নিউ টাউনে। তাতে সাদার উপর কালো ছাপার হরফে দিলীপের নাম এবং ঠিকানা লেখা। দিলীপবাবুর বিয়ে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তো বটেই, সর্বত্র আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে মমতার রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রবল। তসত্ত্বেও রাজনীতিকে পাশে সরিয়ে সৌজন্যের নজির দেখিয়ে নিউ টাউনে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন মমতা।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

ফিরোজাবাদ, ১৮ এপ্রিলঃ ফিরোজাবাদের বৃহস্পতিবার রাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে , বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন নিহত বৃদ্ধ । এক পুলিশ আধিকারিক জানান, রাতের দিকে যখন জাফর আলি (৬০) আরাঁও রোড ব্রিজের কাছে পৌঁছান, তখন একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত হন তিনি পরে হাসপাতালে ভর্তি।

বাংলাদেশের উচিত তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় নজর দেওয়াঃরণধীর জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের অশান্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সম্প্রতি কিছু মন্তব্য করেছেন। সেই সম্পর্কে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের করা মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি। বাংলাদেশের উচিত তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় নজর দেওয়া। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম মুর্শিদাবাদের অশান্তির সঙ্গে তাদের দেশের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছিলেন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন যে, এটি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া নিপীড়নের বিষয়ে ভারতের উদ্বেগের সাথে সমতা স্থাপনের একটি ছলনাপূর্ণ প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নকারীরা এখনও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি এও বলেন, অনুপযুক্ত মন্তব্য না করে বাংলাদেশের উচিত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের অধীনে থাকা স্মারকগুলিতে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস বা 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস'-এ ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের আওতায় থাকা পর্যটন স্থলগুলিতে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ। এমনটাই জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ আরও বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে তাদের আওতায় রয়েছে ৩,৬৯৮টি স্মারক স্থল।এ বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস'-এর থিম হল 'হেরিটেজ আন্ডার থ্রেট ফ্রম ডিজাস্টার অ্যান্ড কনফ্লিক্টস'- বিপর্যয় এবং সংঘর্ষের জেরে বিপন্ন ঐতিহ্য। এই বিষয়টিতে সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে ঐতিহ্য মণ্ডিত স্মারক ও পরিসরগুলির সংরক্ষণে সাধারণ মানুষকে উদ্যোগী করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।প্রবেশমূল্য মকুব করে ঐতিহ্য সংরক্ষণে তৎপর হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বার্তা দিতে চায় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ।বস্তুত, আমাদের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক দায়িত্বগুলির মধ্যেও ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিসর ও স্মারক রক্ষা করায় যত্নশীল হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

দিলীপ ঘোষের বিয়ে, এক্সবার্তায় প্রতিক্রিয়া তথাগত, দেবাংশু, তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষের বিয়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য ও বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।শুক্রবার তথাগতবাবু লিখেছেন, আমি চল্লিশ বছরের উপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। সে হিসেবে একজন সংঘপ্রচারক তেষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করতে চলেছেন, শুনে হেঁচকি খেলাম বই কি। তবে যাই হোক, ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। নবদম্পতির সুখী বিবাহিত জীবন কামনা করছি।তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য লিখেছেন, অনেক অভিনন্দন দিলীপ ঘোষ দা। মন থেকে খুশি হয়েছি। খুব ভালো হোক। নতুন বৌদি আপনার হাত থেকে তরোয়াল কেড়ে নিয়ে গোলাপ তুলে দিক। ভালো থাকুন দুজনে। Again Congratulations!এর প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি লিখেছেন, সেই ঘোষ বাবু যদি তার স্ত্রীর সাথে সংসার করতে পারতেন তাহলে আজকে তার স্ত্রী হিজাব পড়ে হিন্দুদের নরসংহার করতেন না। সেই আইনজীবীর সাথে যেটা হয়েছে ঠিক হয়নি।। তিনি যদি তার স্ত্রীকে একটু সময় দিতেন তাহলে তার স্ত্রী হয়তো অনেকটা সুস্থ থাকতেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক দফতরে জাল নোট, অভিযোগ দায়ের

লখনউ, ১৮ এপ্রিল ঃ লখনউর গোমতীনগরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক দফতরে ২০টি জাল নোট পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনাটির পর আরবিআই কর্তৃপক্ষ সতর্কতা এবং নজরদারি আরও জোরদার করেছে। কোন সংস্থা থেকে নোট এসেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নোটগুলোর মূল্য কত, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে।

সুকমায় আত্মসমর্পণ ২২ নকশালের

সুকমা, ১৮ এপ্রিল ঃকেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার ২২ জন নকশাল নেতা-কর্মী আত্মসমর্পণ করলো। যাঁদের মধ্যে ১২ জনের মাথার মোট দাম ছিল ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চহ্বাণ বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ন'জন মহিলা-সহ ২২ জন নকশাল। সরকারি নীতি মেনে আত্মসমর্পণকারীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গতবছর সুকমা-সহ বস্তার ডিভিশনের সাতটি জেলায় ৭৯২ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে জিইএম-এর মাধ্যমে ১.৩ কোটিরও বেশি মানুষ বীমার আওতায়

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃসরকারি ক্রয়ের জন্য ভারতের বৃহত্তম ই-মার্কেটপ্লেস, গভমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম) ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগের পাশাপাশি জিইএম স্বাস্থ্য, জীবন ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমার আওতায় ১.৩ কোটিরও বেশি মানুষকে এনেছে।বীমা পলিসি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সাশ্রয় আনার লক্ষ্যে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে জিইএম-এর বীমা পরিষেবা বিভাগ চালু করা হয়েছিল। এতে শুধুমাত্র ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইআরডিএআই) অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জিইএম বীমা পরিষেবা প্রদানের একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রেতা সংগঠনগুলি অনায়াসে গ্রুপ মেডিক্লেম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা ও মেয়াদি বীমা পলিসি সংগ্রহ করতে পারে। এতে বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগী আর্থিক সুরক্ষার আওতায় আসেন।জিইএম-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী শ্রী অজয় ভাদু বলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় সুনিশ্চিত করতে জিইএম তার প্ল্যাটফর্মকে ক্রমাগত উন্নত করে চলবে। বীমার আওতায় ১.৩ কোটি মানুষকে আনার এই মাইলফলক জিইএম-এর প্রতি সরকারি সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এক রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে জিইএম তার ভূমিকাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছে।জিইএম-এর বীমা পরিষেবার একটা প্রধান সুবিধা হল, এখানে কোন মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরকারি ক্রেতা ও বীমা পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সরাসরি লেনদেন করা যায়। এর ফলে, সমগ্র প্রক্রিয়ার গতি বাড়ে এবং বীমা মাশুলের পরিমাণ কমে। ফলে, সরকারি সংস্থাগুলির ব্যয় সাশ্রয় হয়।জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা ছাড়াও এখানে সম্পত্তি বীমা, যাতায়াত ও সমুদ্র বীমা, ক্ষতি বীমা, প্রাণীসম্পদ বীমা, মোটর বীমা, ফসল বীমা, সাইবার বীমার মতো বিস্তৃত বীমা পরিষেবা পাওয়া যায়। সরকারি সংস্থাগুলি এর মাধ্যমে একই জায়গায় কম খরচে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের যাবতীয় বীমা প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হতে পারে।

গোষ্ঠীগত উদ্যোগে সামাজিক পরিবর্তনের বেতার তরঙ্গ

(ডঃ বীরেন্দ্র সিং পানোওয়ার, নিকিতা যোশী) নয়াদিল্লি (পিআইবি)ঃহ্যাশট্যাগ, জিআইএফ কিংবা রিলস-এর এই ডিজিটাল দুনিয়ায় সংযোগের হরেক রকম মাধ্যম রয়েছে। ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ ইন্টারনেট এবং তার ফলে যোগাযোগের যে দ্রুত পরিষেবা পাওয়া যায়, তাছাড়া কাজ চালানোর কথা ভাবতেও পারেন না। কিন্তু এটা ভেবে নেওয়া ভুল হবে যে, যোগাযোগের বিষয়টি নির্দিষ্ট কিছু মাধ্যমের ওপরেই নির্ভরশীল। বিশাল সংখ্যক মানুষ এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্তরে প্রয়োজন ও সুবিধামতো সংযোগের আরও নানা মাধ্যম ব্যবহারের চল রয়েছে অবশ্যই। কমিউনিটি রেডিও এমনই এক মাধ্যম। এই নতুন ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ অঞ্চল নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর, রেডিও সেট কেনা আর্থিক দিক থেকে নিতান্ত অস্বচ্ছলদের কাছেও সমস্যার কোনো বিষয় নয়। কমিউনিটি রেডিওর মূল কথা হল, গোষ্ঠীভিত্তিক মালিকানা এবং তৃণমূল স্তরে থাকা মানুষের অভিব্যক্তিকে তুলে ধরা। এ এমন এক মঞ্চ যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজের ভাষায় নিজের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ফলে এই ধরনের সংযোগ মাধ্যম অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা ও প্রসারের পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনেরও অনুঘটক হয়ে উঠছে। এজন্যই সরকার এই যোগাযোগ মাধ্যমকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত একটি বিশাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলছে।মুম্বইয়ে ১-৪ মে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) ২০২৫-এ কমিউনিটি রেডিও বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভস নিয়ে আসবে- একথা বলাই যায়। ওয়েভস-এর লক্ষ্য হল, বিনোদন ও গণ-মাধ্যম শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে আরও বেশি সংযুক্ত করা, তার প্রসার ঘটানো, অংশীদারিত্বের প্রসার এবং উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগকে জোরদার করা। কমিউনিটি রেডিওগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিবন্ধিত সংগঠন কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-সিআরএআই, ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়েভস-এর মঞ্চে ভারতের বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও স্টেশন সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছে।ওয়েভস-এ ৩২টি ক্ষেত্রে ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি হল, কমিউনিটি রেডিও কনটেন্ট চ্যালেঞ্জ। ওয়েভস-এর মঞ্চে অ্যানিমেশন, গেমিং, কমিকস্, সিনেমা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে যুব প্রজন্ম নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন ! কমিউনিটি রেডিও কনটেন্ট চ্যালেঞ্জের লক্ষ্য হল, কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রগুলিতে নতুন ধরনের বিষয়বস্তু ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে গতি আনা। কমিউনিটি রেডিও কনটেন্ট চ্যালেঞ্জ-এ ৫টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হচ্ছে- জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা, নারী ও শিশু কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় এবং কৃষি ও সংস্কৃতি। এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্বে থাকছেন প্রথিতযশা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সিআরএআই-এর প্রতিনিধিরা। এছাড়াও ওয়েভস-এর ' সিআরএআই একটি কমিউনিটি কানেক্ট জোন তৈরি করবে। সেখানে কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রগুলির বিষয়ে এবং তাদের অবদান প্রসঙ্গে সম্যকভাবে অবহিত করা হবে মানুষকে। প্রকাশ করা হবে এ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা। এছাড়াও সিআরএস ইন্ডিয়া ম্যাপ বা রেডিও গার্ডেন, নিউজ লেটার, লাইভ রেডিও সেট- ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকছে।ওই পুস্তিকা- কমিউনিটি রেডিও স্টেশন কমপেনডিয়াম ডিসপ্লে ফ্লিপ বুক-এ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নানান কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকছে।দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দেশ করে একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে, যেখানে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক পন্থাতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানা যাবে। রেডিও গার্ডেনে ঢুকে শ্রোতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার শুনতে পারবেন।নিউজলেটারে থাকবে এ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নানা তথ্যাদি। কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রগুলির সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখানে আলোচনা থাকছে। পাশাপাশি ওয়েভস কমিউনিটি রেডিও কনটেন্ট চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও জানা যাবে এখান। কমিউনিটি রেডিও চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপকদের সম্মানিত করার জন্য তৈরি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিসর। সেখানে তাঁদের কাজকর্ম ও সাফল্য সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করতে আয়োজন হবে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার।লাইভ রেডিও সেট পরিমণ্ডলে দর্শক বিভিন্ন কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রের উপস্থাপকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দিতে পারবেন এবং নিজেদের মতামত জানাতে পারবেন।' মান কি বাত'-এর বিভিন্ন পর্ব কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রগুলিতে যেভাবে সম্প্রচারিত হয় তাও তুলে ধরার ব্যবস্থা থাকছে।ওয়েভস-এ আলোচনায় অংশ নেবেন দেশের ৫৩০টিরও বেশি কমিউনিটি বেতার কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা।কমিউনিটি রেডিও একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বড় শহরের বাইরেও দক্ষ সম্প্রচার ব্যক্তিত্বের অভাব নেই। তাঁদের সম্প্রচারের মূল ধারা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে সংশিলষ্ট করা ওয়েভস-এর অন্যতম লক্ষ্য। এর ফলে সবচেয়ে উপকৃত হবেন, সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ !ডঃ বীরেন্দ্র সিং পানোওয়ার, প্রবীণ সাংবাদিক, সোলানের এমএস পানোয়ার ইন্সটিটিউট অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট -এর অধিকর্তা এবং সোলানে ১৬ বছরের পুরনো হামারা এমএসপিআইসিএম কমউনিটে বেতার কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর।নিকিতা যোশী (আই আইএস ২০১৯) বর্তমানে পিআইবি মুম্বইয়ের অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত হয়েছে।

শান্তি ও ঐক্যের কামনা করে গুড ফ্রাইডের শুভকামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে শুভকামনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শান্তি ও ঐক্যের কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, গুড ফ্রাইডেতে আমরা যীশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি। এই দিনটি আমাদের দয়া, করুণার পাশাপাশি সর্বদা উদার হৃদয়ের হতে অনুপ্রাণিত করে। শান্তি এবং ঐক্যের চেতনা সর্বদা বিরাজমান থাকুক।মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যিশুকে। দিনটি ছিল এক শুক্রবার। কিন্তু যে দিনটির সঙ্গে এমন বেদনাদায়ক ইতিহাস সেই দিনটিকে গুড ফ্রাইডে হিসেবে পালন করা হয়। যিশুর আত্মবলিদানকেই এই দিনে স্মরণ করা হয়। মনে করা হয়, পবিত্র শুক্রবারের দিনটি তিনি সত্যের জয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন।

ইলন মাস্কের সঙ্গে আলোচনা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ ফের টেসলা কর্তা ইলন মাস্কের সঙ্গে আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। বিভিন্ন বিষয় যেমন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের মতো বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী জানান, ইলন মাস্কের সাথে কথা বলেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছি, তার মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমাদের বৈঠকের সময় আমরা যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছিলাম সেগুলিও। আমরা প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অপার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারত এই ডোমেইনগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পচেফস্ট্রুম ইনভিটেশনালে ৮৪.৫২ মিটার থ্রো করে সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া

পচেফস্ট্রুম, ১৮এপ্রিল ঃগত বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুম ইনভিটেশনালে ৮৪.৫২ মিটার দুর্দান্ত থ্রো করে স্বর্ণপদক জিতে অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়া তার ২০২৫ মরসুম দারুন ভাবে শুরু করলেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। নীরজ চোপড়া দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাভলিন থ্রোয়ার ডাউ স্মিথের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, যিনি ৮২.৪৪ মিটার সেরা থ্রো করেছিলেন। তৃতীয় সেরা থ্রোটি স্থানীয় অ্যাথলিট ডানকান রবার্টসনের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি ৭১.২২ মিটার ছুঁয়েছিলেন। যদিও নীরজের থ্রো তার ব্যক্তিগত সেরা ৮৯.৯৪ মিটারের চেয়ে অনেক কম ছিল, তবুও এটি ছিল মরশুমের দুর্দান্ত শুরু। নীরজের পরবর্তী ব। ইভেন্ট ১৬ মে দোহা ডায়মন্ড লিগ, যেখানে তাকে আরও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে। ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে নীরজ ৮৯.৪৫ মিটার থ্রো করে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন, যেখানে পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম ৯২.৯৭ মিটারের নতুন অলিম্পিক রেকর্ডের সঙ্গে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

উনেস্কোর মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে গীতা ও নাট্যশাস্ত্রর অন্তর্ভুক্তিকে ' গর্বের মুহূর্ত' আখ্যা প্রধানমন্ত্রীর

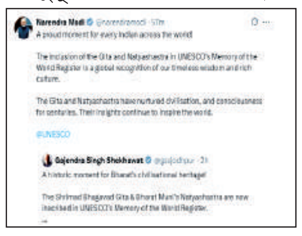

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা এবং নাট্যশাস্ত্র। শুক্রবার এই বিষয়ে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সেই পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ' গর্বের মুহূর্ত' বলে সম্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্বের প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত! ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে গীতা এবং নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি আমাদের কালজয়ী জ্ঞান এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। গীতা ও নাট্যশাস্ত্র বহু শতাব্দী ধরে সভ্যতা ও চেতনাকে লালন করেছে। তাদের অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃমেঘালয় সফরের দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর আজ পূর্ব খাশি জেলায় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্মের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন। এইসব প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নানান পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাওরো-তে শক্তি সদন পরিদর্শন করেন। এখানে ১৮-৫০ বছর বয়সী ১৮ জন আবাসিক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। মাকাসিয়াং-এ শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কচিকাঁচাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন তিনি, কথা বলেন সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে। মাওয়াসমাই-তে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে গিয়ে সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা কর্মসূচির কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। সোহরাতে কমিউনিটি হেল্থ সেন্টারও পরিদর্শন করেন তিনি। প্রান্তিক অঞ্চলে শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়বদ্ধতা তুলে ধরেন সাবিত্রী ঠাকুর। এছাড়াও তিনি কথা বলেন, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর গ্রাহকদের সঙ্গে।সফরের শেষে তিনি এইসব প্রকল্পের রূপায়ণে জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

কোচিং সেন্টারগুলিকে ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ এবং কোচিং ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ নির্দেশিকা ২০২৪ কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃকেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (সিসিপিএ) কোচিং সেন্টারগুলিকে ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ এবং কোচিং ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ নির্দেশিকা ২০২৪ কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।কোচিং সেন্টারগুলির উপস্থাপনা যাতে অভ্রান্ত ও স্পষ্ট হয়, তাতে কোনরকম বিভ্রান্তিকর দাবি যাতে না থাকে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাতে গোপন করা না হয়, তা সুনিশ্চিত করার কথা বলেছে সিসিপিএ। এছাড়া কোচিং সেন্টারগুলিকে সুনিশ্চিত সাফল্যের আশ্বাস দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলিকে তাদের বিজ্ঞাপনে ছাত্রের নাম, Rank, কোর্সের ধরণ এবং সেই কোর্সের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিনা, সেই সব তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। গ্রাহকরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, সেজন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য বিবরণী একই রকম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার কথাও বলা হয়েছে।সম্প্রতি আইআইটি-জেইই এবং এনইইটি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সিসিপিএ লক্ষ্য করেছে যে, কোচিং সেন্টারগুলি বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ নির্দেশিকা ২০২৪ মেনে চলছে না।এর পরিপ্রেক্ষিতে সিসিপিএ সম্প্রতি কয়েকটি কোচিং সেন্টারকে নিম্নলিখিত বিষয়ে নোটিশ জারি করেছে ঃ১. সুনিশ্চিত নিয়োগ নির্বাচন২. জেইই এনইইটি-তে Rank-এর নিশ্চয়তা ।৩. ক্রেতা অধিকার লঙ্ঘন৪. বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ।৫. অসদুপায়ে ব্যবসা চালানো, যেমন - প্রতিশ্রুত পরিষেবা না দেওয়া, ভর্তি বাতিল করা হলেও ফি ফেরত না দেওয়া, পরিষেবা প্রদানে ঘাটতি, আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে ফি ফেরত না দেওয়া প্রভৃতি।এইসব ঘটনা ঘটলে তা ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯-এর ২(২৮) ও ২(৪৭) ধারা এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ নির্দেশিকা ২০২৪ লঙ্ঘন করে।কোচিং ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার রক্ষা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ৩ বছর ধরে সিসিপিএ আইন ও নির্দেশিকা লঙ্ঘনকারী কোচিং সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।এপর্যন্ত সিসিপিএ ৪৯টি নোটিশ জারি করেছে এবং ২৪টি কোচিং সেন্টারের ওপর মোট ৭৭.৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। তাদের অবিলম্বে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও অসদুপায়ে ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

২৭ এপ্রিল মন কি বাত-এর ১২১-তম পর্ব

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ এপ্রিল রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মন কি বাত-এর ১২১-তম পর্ব। এআইআর, ডিডি নিউজ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলে মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে।উল্লেখ্য, এর আগে ৩০ মার্চ, বেলা ১১টায় দেশজুড়ে সম্প্রচারিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান। সেটি ছিল এই অনুষ্ঠানের ১২০তম পর্ব।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৫বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ১৯এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।।, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ০৯ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫০মনিট এবং রাত ৯ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৭মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৬মনিট

বিজেপির জেলা সভাপতির বাড়িতে পাথর বৃষ্টি, আতঙ্কিত পুরো পরিবার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ এপ্রিলঃ গভীর রাতেপাথরের বৃষ্টি হলো এক বিজেপি নেতার বাড়িতে। যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি মনোরঞ্জন জোতদারের রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদমারি এলাকাস্থিত বাড়িতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ,অজ্ঞাতপরিচয়ের দুস্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে একের পর এক পাথর ছুঁড়ে মারে। আর এই ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে ছিলেন মনোরঞ্জন বাবু, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে। হঠাৎ এই হামলায় পুরো পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মনোরঞ্জন জোতদার শুক্রবার বলেন ,বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ আচমকাই প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। জানালার কাঁচ ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে একাধিক পাথর। এমনকি বেডরুম পর্যন্ত এসে পড়ে পাথর ও কাঁচের একাধিক টুকরো। ভাগ্যক্রমে সেই ঘরে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। তিনি দাবি করেন,অন্তত দশটি পাথর ছোঁড়া হয়েছে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে। ঘটনার পরই তিনি সোনারপুর থানায় ফোন করে পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মনোরঞ্জনবাবুর আশঙ্কা, এই হামলার পেছনে থাকতে পারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। যদিও কে বা কারা এই হামলা চালালো, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। তিনি বলেন, এটা নিছক দুস্কৃতী হামলা না কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। আমরা পরিবার নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি। দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। তবে এখন ও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি এই ঘটনায়।

সোনারপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলারের উপর হামলা

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৮ এপ্রিলঃ রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার বিশ্বজিত বিশ্বাসের উপর প্রকাশ্য রাস্তায় হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই হামলার ঘটনায় বিশ্বজিত বাবুর পরিবার গভীর আতঙ্কে রয়েছেন। অভিযুক্ত প্রতিবেশী বাপি সরদারের নামে ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি। বিশ্বজিত বিশ্বাস ২০০৯ সালে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলার পদে দায়িত্বে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী পুতুল বিশ্বাস পাশের একটি পরিত্যক্ত জমিতে ময়লা ফেলতে গেলে প্রতিবেশী বাপি সরদার তাঁর উপর চড়াও হয়। সেই সময় প্রতিবেশীদেরহস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বিশ্বজিত বাবু যখন তাঁর ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসছিলেন,তখন ফের হামলার শিকার হন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী, রাস্তায় তাঁকে আটকে রেখে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে বাপি। ওই সময় তাঁর সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া পুত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলো।

ছেলের সামনেই ঘটে যায় ভয়ানক এই ঘটনা। স্থানীয়রা ছুটে এসে বিশ্বজিত বাবুকে উদ্ধার করেন এবং আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও একাধিকবার বাপির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়েবিরোধে জড়িয়েছিলেন বিশ্বজিতবাবু। ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক হিংসার ছায়া তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিশ্বজিত বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার পর প্রবল মানসিক চাপেরয়েছেন। এলাকায় নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তাঁরা। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করায় বাড়ির দখল নিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায়

দুরন্ত বার্তা,পাথরপ্রতিমা, ১৮ এপ্রিলঃ সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ঋণ। সুদ ও আসলে প্রায় পাঁচ বছরে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা,অনাদায়ে বাড়ি শিল করলো ব্যাংক, বাড়ির বাইরে ৯০ বছরের বৃদ্ধা সহ পরিবার। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পাথরপ্রতিমা শাখা থেকে লোন অনাদায়ে গ্রাহকের বাড়ি শীল করে দিলেন স্টেট ব্যাংকের আধিকারিকরা। ঘটনাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার গোপালনগর এলাকায়। পাথর প্রতিমা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ব্যাংকের বিভিন্ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে খোকন মন্ডলের পরিবারের সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে সিল করে দেন। উল্লেখ্য ২০১৯ সালে ৮ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে ছিলেন খোকন মন্ডল। কিস্তির টাকা শোধ না করায় সুদে আসলে বর্তমানে দাঁড়ায় প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। কয়েকবার ব্যাংকের নোটিশ যাওয়ার পরেও কোন আগ্রহ দেখায়নি পরিশোধ করার। ব্যাংক আধিকারিকরা পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ এনে খোকন মন্ডলের পরিবারকে বের করে দিয়ে ঘর সিল করে দেন। আর এই ঘটনায় খোকন মন্ডল ও তাঁর গোটা পরিবার আজ পথে বসলেন।

বর্ষার আগেই যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ড্রেনেজ ক্লিনিংয়ের কাজ শুরু হাওড়া পুরসভার, দক্ষিণ হাওড়ার ৪৫নং ওয়ার্ডে পরিদর্শনে পুর আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ বর্ষার আগেই যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ড্রেনেজ ক্লিনিংয়ের কাজ শুরু হাওড়া পুরসভার, দক্ষিণ হাওড়ার ৪৫নং ওয়ার্ডে পরিদর্শনে পুর আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার পুরসভার ড্রেনেজ দপ্তরের তরফ থেকে হাওড়ার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী নেতৃত্বে আধিকারিকরা দক্ষিণ হাওড়ার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই বিষয়ে সৈকত চৌধুরী বলেন, বৃহস্পতিবার হাওড়া ড্রেনেজ দপ্তরের তরফ থেকে দক্ষিণ হাওড়ার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কে-৭ বাসস্ট্যান্ড এবং সংলগ্ন মোট ৭টি অঞ্চলে ড্রেনেজ দপ্তরের কাজ পরিদর্শন করা হয়। এই কাজগুলো করার মুখ্যত কারণ, বর্ষার আগে যাতে হাইড্রেনগুলো পরিষ্কার করা যায় এবং জমা জলের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাঁরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কাজ ঠিকঠাকমতো হয়। বর্ষার আগে হাইড্রেনগুলি যাতে ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার করা যায় তা এদিন সরোজমিন করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল

মতিয়ার রহমান, শ্যামপুর, ১৮ এপ্রিলঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক প্রতিবাদ মিছিল। শুক্রবার বিকেলে বেলপুকুরের সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের সামনে থেকে খাড়ুবেড়িয়া ধর্মতলা মোড় পর্যন্ত জীবনদায়ী ঔষধের দাম বৃদ্ধি ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয়ের প্রতিবাদে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে ধর্মতলার এক জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ঔষধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ , এল পি জি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি,ওয়াকফ এ্যামেন্ডমেন্ড বিলের প্রতিবাদে সকলেই বক্তব্য রাখেন। রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরন করে চলেছে, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। তিনি বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গাদ্দার বলে জানান। বিধায়ক কালীপদ মন্ডল বলেন শ্যামপুর এলাকায় বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইছে, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য বলেন শুভেন্দু অধিকারী যদি কালীঘাটে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে যায় তাহলে দিদি ক্ষমা করে দেবেন। প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মন্ডল , তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল কাদের খান সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ।

কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে মাঠের ফসল নষ্ট চিন্তায় সুন্দরবনের চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৮ এপ্রিল ঃ কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে নষ্ট মাঠের ফসল, চিন্তায় চাষীরা সুন্দরবনে। বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতেই দিশেহারা জয়নগর, কুলতলি, রায়দিঘি, ক্যানিং, মথুরাপুর সহ একাধিক এলাকার চাষীরা। মাঠে পড়ে রয়েছে সোনালী শস্য বাড়িতে তোলার আগেই ভিলেন বৃষ্টি দিল পাকা ধানে মই। বোরো ধানের গাছ কাটা অবস্থায় বৃষ্টিতে একেবারে সবকিছু তছনছ। বৃষ্টির জলে ধানগুলো ভিজে যাওয়া সিস থেকে ধান গুলো ঝরে যাওয়ার সম্ভবনা বেশি। তাই পাকা ধান ঘরে তোলার জন্য চাষিরা মাঠে জমা জল তুলে ফেলার জন্য মটর বসিয়েছেন। মাঠের পর মাঠ জলে ডুবে থাকা এই ধানগুলো কিভাবে বাড়ির খামারে তুলবেন সেই দুশ্চিন্তায় চাষীরা। এবছর ধান চাষে প্রচুর খরচ হয়েছে মূলত সার ঔষুধের দাম বৃদ্ধি থাকার কারণে। আর এই বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে ধান নষ্ট হওয়ায় চাষীরা ধান চাষে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়লো বলে জানালেন চাষিরা। চাষিরা সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছে সরকার যদি আর্থিক সাহায্য করে তাহলে ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে চাষিরা।

ব্রহ্মচারী থেকে গৃহী, নেপথ্যের কাহিনী জানালেন দিলীপ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে যাওয়ার শপথ নিয়ে যে মানুষটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেই দিলীপ ঘোষের মন হঠাৎ করে সিক্ত হয়ে উঠল কীসে? দিলীপবাবু জানান, বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন রিঙ্কুই। তিনি নন। রিঙ্কু তাঁকে বলেন, তিনি সংসারের সব দায়িত্ব সামলেছেন। ছেলেও বড় করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন। এখন তিনি বড় একা। তাঁর একজন সঙ্গী প্রয়োজন। দিলীপবাবু জানান, রিঙ্কু তাঁকে বলে, দিলীপ দা তুমিও কেন সারাজীবন একা থাকবে! তোমারও একজন সঙ্গী দরকার। তুমি চাইলে আমরা বিয়ে করতে পারি। আমি তোমাকে আর তোমার সংসার সামলে রাখব। দিলীপ ঘোষের বর্তমান সংসার বলতে তিনি আর তাঁর ৮৪ বছরের মা। দিলীপবাবুর কথায়, ‘‘আমি সেই কোন ছোটবেলায় পড়াশুনার জন্য বাড়ি ছেড়েছি। জীবনের ৫৫টা বছর বাড়ি ছেড়ে মাকে ছেড়ে দূরে দূরে থেকেছি। এখন মা সঙ্গে থাকেন। বাড়িতে পরিচারিকা রয়েছে ঠিকই।

৪৮ তম হুগলি জেলা বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো রিষড়ায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রিষড়া, হুগলি,১৮ এপ্রিলঃ শুক্রবার বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ৪৮তম হুগলি জেলা সমাবর্তন উৎসব রিষড়া রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো। হুগলি জেলায় বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ অনুমোদিত প্রায় শতাধিক অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে মানপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক অতিথি বরণের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পীদেরকে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানীয় অতিথিবর্গকে সম্মানিত করা হয়। ছাত্র ছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বিশেষ পারদর্শিতা তুলে ধরে। এরপর শুরু হয় শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানে অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃংখল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

কাজ চালিয়ে যেতে বলায় আদালত অবমাননার দায় নিতে হবে না বলে জানিয়েছেন অঙ্কের শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ এপ্রিলঃ তবে আদালত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ভেবে আপাতত কাজ চালিয়ে যেতে বলায় আদালত অবমাননার দায় নিতে হবে না বলে জানিয়েছেন বাঁশবেড়িয়া হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক নির্মল গড়াই। ‘শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তো চাকরি চলেই গিয়েছে। সেই চাকরি তো ফেরত পাইনি। তাই দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা তো রয়েই গেল। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত যোগ্যদের আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় আমাদের লড়াই কিছুটা অক্সিজেন পেলো, সেটা বলা যায়। কিন্তু এর পরেও আমরা আইনি লড়াই লড়ব। কিউরেটিভ জমা দেব।’ সুপ্রিম রায় বেরোবার কিছুক্ষণ পরে বৃহস্পতিবার এ ভাবেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন চণ্ডীতলার বেগমপুর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রসেনজিৎ বালা। তিনি এ দিন বলেন, ‘ছাত্রদের কথা চিন্তা করে এ দিনও আমি স্কুলে এসেছি। যোগ্য শিক্ষক হয়েই আজীবন স্কুলে পড়াতে চাই। আমরা চাই, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকুক। আদালতের রায় সাময়িক স্বস্তি দিলেও, চাকরি ফেরত পাইনি। তাই দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে।’ সুপ্রিম কোর্টের রায় শোনার পরে তিনি বলেন, ‘সোমবার থেকে স্কুলে যাব। আমরা চাই, স্কুল সার্ভিস কমিশন আমাদের সমস্যা দ্রুত মেটাক। আদালতের নির্দেশে এককথায় চাকরি চলে গিয়েছে, এটাই চরম সত্যি। সেই আদালতের নির্দেশেই যদি চাকরিটা ফেরত পেতাম, সেটাই বড় পাওয়া হতো।’ শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সঞ্চিতা সোরেন বলেন, ‘এই অবস্থাতেও স্কুলের ছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম। তাই খাতা দেখব ও সোমবার স্কুলেও যাব।’ এ দিন শীর্ষ আদালত স্কুলে যাওয়ার সাময়িক ছাড়পত্র দিলেও, যোগ্যঅযোগ্যদের জট কাটানো যায়নি।অযোগ্যরাও কী স্কুলে যাবে? এই ধোঁয়াশা স্পষ্ট শিক্ষকশিক্ষিকাদের মনে। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আশঙ্কায় বাংলার শিক্ষিকা আবীরা দাস বলেন, ‘২০১৬ সালে যখন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম, তখন অবিবাহিত ছিলাম। পড়াশোনা নিয়েই থাকতাম। চাকরি করেছি প্রায় ৮ বছর। এখন বিয়ে করেছি। মেয়ে আছে। এত কিছুর পরে চাকরি বাঁচাতে কি নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে চাকরি পাওয়া সম্ভব? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেধারও ঘাটতি দেখা দেয়। সুতরাং আইনের পথেই ফিরতে পারে সুরক্ষিত চাকরি। আমরা একমাত্র তখনই স্বস্তি পাবো।’

স্বামী হিসাবে দিলীপ একশ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ‘‘যে মানুষটা ব্যক্তিজীবনে ও রাজনীতিতে এতটা সুশৃঙ্খল, তিনি নিশ্চয়ই স্বামী হিসাবে ভাল হবেন। এতেই দিলীপকে আগাম একশ নম্বর দিয়ে রেখেছেন রিঙ্কু মজুমদার। রিঙ্কুর কথায়, ‘‘দিলীপ ঘোষকে বাইরে থেকে ওরকম কঠিন মনে হয়। ভিতরটা তাঁর খুব নরম। প্রেমিক হিসাবে একশ নম্বর তাঁকে দেওয়া যায়। রিঙ্কু বলেন, তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ অনেক দিনের। তবে সে অর্থে কনে দেখা হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে। তখন ভাদ্র মাস। তিনি নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই সাহস সঞ্চয় করারও কারণ ছিল। তিনি বুঝতে পারতেন, তাঁকে পছন্দ করেন দিলীপবাবু।

নবান্ন অভিযান নিয়ে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা

হাওড়া সিটি পুলিশের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হলো না

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ নবান্ন অভিযান নিয়ে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা, হাওড়া সিটি পুলিশের সঙ্গে বৈঠকও ফলপ্রসূ হলোনা। শুক্রবার নবান্ন অভিযান নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হলো। শুক্রবার শিবপুর পুলিশ লাইনে হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে। এরপর শিবপুর থানাতেও বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে আন্দোলনকারীরা বলেন, নবান্ন অভিযান হচ্ছেই। তাতে গুলি খেতেও প্রস্তুত তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বঞ্চিত।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁরা দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। এরপর এদিন লালবাজারে তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে আলোচনার জন্য। কিন্তু তাঁদের দাবি না মানলে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় খাকবেন তাঁরা। এমনটাই জানান সংগঠনের অন্যতম সদস্য আশীষ খামরুই। শিবপুর থানা থেকে বেরিয়ে তাঁরা এদিন লালবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আন্দোলনকারীরা এদিন সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষিত সমাজের উপর আবারও লাঠি পড়বে।

আবারও গুলি চলবে। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দলীয় পতাকা ছাড়া আমরা আহ্বান করেছি। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের পাশে যাতে সবাই দাঁড়ায় এইটুকু আমরা আশা রাখছি। লালবাজারে শেষ দফা আলোচনা হবে। তারপর আর আলোচনার জায়গা নেই। আমাদের অনেক টাকা খরচ করে এখানে আসতে হয়েছে। একই কথা শোনাবার জন্য বারেবারে না ডাকলেই পারতেন।

রান্নার গ্র্যান্ড ফিনালে আমি অন্নপূর্ণা নজর কাড়লো সবার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ এপ্রিলঃ বাঙালি ভোজন রসিক তা সবারই জানা। আর সেই ভোজন রসিকদের রান্না স্বাদ দিতে নতুন বছরের শুরুতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খবর এখন সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার উদ্যোগে কলকাতার রাসবিহারীতে বেদুইন শের ইন বেঙ্গলে হয়ে গেল রান্নার প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে আমি অন্নপূর্ণা।

এদিন এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে হাজির ছিলেন জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, জাদুকর জয়শ্রী সরকার, অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জি, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশীষ দেব,বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন এব্যাপারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক খবর এখনের সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী বলেন, বাঙালি খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসে। তাই তো আমরা রান্নার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।

সমবায় নির্বাচনের আগে সমবায় ব্যাংক থেকে টাকা তোলার হিড়িক উপভোক্তাদের দক্ষিন বারাশতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৮ এপ্রিলঃ তৃণমূল ক্ষমতায় আসতে পারে শুধুমাত্র এই আশঙ্কায় সমবায় ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন উপভোক্তারা। এমন অভিযোগ তুললেন জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত সমবায় ব্যাংকের পরিচালন কমিটি সদস্যরা। রাজ্যের অন্যতম বড় এই সমবায় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। ১৯৭৬ সাল থেকে এসইউসি আই নেতৃত্বাধীন পরিচালন কমিটি এই সমবায়ের দায়িত্ব রয়েছে। দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ টি ও হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ টি মোট তিরিশ টি আসন নিয়ে এই পরিচালন সমিতিটি গঠিত। এ বারে সমবায়ের ৩০ টি আসনেই মনোনয়ন পেশ করেছে তৃণমূল। আগামী ৪ঠা মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখানে। অভিযোগ মনোনয়ন পেশ করতে এসে সমবায় দখল নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূল। আর এর জেরেই আতঙ্কিত উপভোক্তারা দলে দলে তাঁদের জমানো টাকা তুলেনিচ্ছেন বলেই অভিযোগ। সমবায় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ দিনে এক কোটির ও বেশি টাকা তুলে নিয়েছে উপভোক্তারা। পরিচালন কমিটির সদস্যদের দাবি, তৃণমূল এর আগে জোর করে জয়নগর মজিলপুর পুরসভা ও জয়নগর বিধানসভার একাধিক পঞ্চায়েত জিতেছে। একাধিক সমবায় ও তাঁরা ভয় দেখিয়ে দখল করেছে বলে অভিযোগ। এখানেও তেমন কিছু হতে পরে বলে মনে করছেন অনেকে। সেক্ষেত্রে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে সমবায়ের টাকা নয় ছয় হতে পারে।আর সেই কারণেই মানুষ টাকা তুলে নিচ্ছেন বলে তাদের দাবি। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগ মানেনি। এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক তৃনমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ দাসের দাবি মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। নির্ভয়ে টাকা রাখার আবেদন জানিয়েছে তিনি। তিনি এ ও বলেন, গনতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মধ্যে দিয়ে এখানে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসবে।আর এলাকার উন্নয়নে কাজ করবে।

ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় দাদপুরের মাকালপুর পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রাম

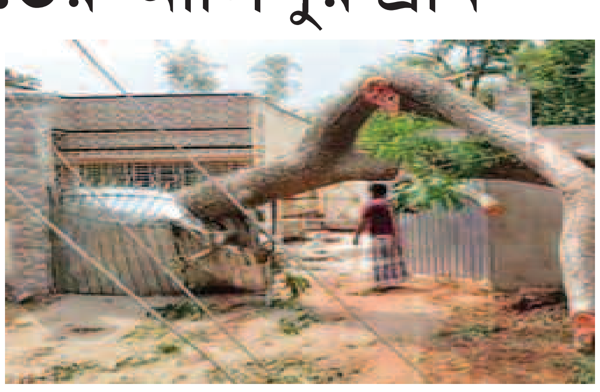

বনস্পতি দে, হুগলি,১৮ এপ্রিলঃ ঘূর্ণিঝড়ে ধনিয়াখালির সোমসপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঁথি পলাশী গ্রাম-সহ ধনিয়াখালিতে অনেকগুলি কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় দাদপুরের মাকালপুর পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রাম। শুক্রবার সকাল থেকেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল হুগলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এ দিন সকালেও হালকা ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় কিছু জায়গায়। তাতে উদ্ধার কাজে সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, অনেকের বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে আলিপুর গ্রামে। গ্রামের এক বাসিন্দা আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ দিন ঘটনাস্থলে যান পোলবা দাদপুর-এর বিডিও জগদীশ বাড়ুই, ওসি দাদপুর অভিষেক চৌধুরী-সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের লোকজন। বিডিও জানান, পঞ্চায়েত থেকে ভেঙে পড়া গাছ সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে, যাতে নতুন করে খুঁটি বসিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত চালু করা যায়। যে সমস্ত বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে, তাঁদের আপাতত ত্রিপল দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৮ সংখ্যা, শনিবার, ৫ বৈশাখ, ১৪৩২

গণপিটুনি, হিংসা, সম্পত্তি নষ্টের মুখগুলো কাদের?

সম্পাদকীয়

ধরুন সকাল সকাল এক মোবাইল ফোন চোরকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে গণধোলাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। দুই থেকে তিন, তিন থেকে তিনশো। বেলা বাড়তে বাড়তেই পাশের পাড়ার আরও লোকজন ছুটে এল দলে দলে। হাতের সুখ করতে নিজেদের সমাজসেবী বলে যারা এগিয়ে এসেছে এইমাত্র। এগিয়ে এসেছে সভ্য সমাজে বেমানান একজনকে উচিত শিক্ষা দিতে। অথচ যার মোবাইল ফোনটি হাতিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর, সে লোকটিকে ভিড়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া গেল না। এমনকী তার ফোনটিও না। তবে? সে কিন্তু এতগুলো মানুষকে ডাকেনি। প্রশ্ন সেটাই। তবে এত লোককে কে ডাকল? সত্যিই কি চুরিটা হয়েছিল? সবাইকে জিজ্ঞেস করা হল। সবাই বলল, জানে না। অথচ সবাই হাজির। যারা দলে দলে এল। এরাও কি খুব সভ্যতার নমুনা রাখতে পেরেছিল সে দিন? বরং বাঁশ, রড, জুতো, অফিসব্যাগ নিমেষে হয়ে উঠল নিজেকে সমাজসেবী ভাবাদের হাতিয়ার। পরের দিনই ধরুন রাস্তায় কেউ চাপা পড়ার পর কোথাও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছে। গাড়ির ড্রাইভার বেপাত্তা। হঠাৎ একদল মানুষ আগুন এনে দিল। সেই আগুন প্রসাদের মতো হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ল ঘাতক বাসটির কোনায় কোনায়। অথচ যারা আগুন দিল, দূরে পড়ে থাকা মৃত মানুষটি তাদের কেউ ছিল না কোনও দিন, তবুও। চাপা দেওয়া চরম অন্যায়। তাই আগুনের সাজা বাসকে। তবে এ আগুনও যে অন্যায়! ধরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে কোনও এক গণ্ডগ্রামের রেললাইনে অবরোধ চলছে, সঙ্গে তুমুল পাথরবৃষ্টি। কিছুক্ষণ বাদে চালককে নামিয়ে ইঞ্জিনে বেঁধে দিল ওরা। কাউন্টারে আগুন দিল। মুহূর্তে ভস্মীভূত স্টেশন। অথচ চালক জানলেনই না তাঁর অন্যায়টা কোথায় ছিল? ট্রেন সঠিক সময়ে চালিয়ে এনেছেন। ট্রেনে কাটা পড়েননি কেউ! ঘুষ নেননি। তবুও! কিন্তু যারা আগুন দিল, তারাও কি জানে কেন এই আগুন? আসলে এরা সক্কলে তখন পবিত্র নাবালক হয়ে যায়। বলা যায় নাবালকের ভান করে তারা। ইচ্ছে করে নির্বোধ হয়ে যায় কারও প্ররোচনায়। আর অসভ্যতার ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল, তাদের পরিবারের কেউ কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি, পড়বেও না। তবুও মোবাইল ফোন হাতিয়ে নেওয়া ছেলেটির মতো দেখতে চারজন ছেলেকে বিভিন্ন পাড়ায় সে দিন পিটিয়েছিল হঠাৎ অতিসচেতন হওয়া কিছু মানুষ। আসলে ওরা এটাই চেয়েছিল। তাণ্ডবের মাধ্যমে নিরীহজনকে মারধোর, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর করে দেখাতে হবে। মানুষকে ভয় পাওয়াতে হবে সাধ্যমতো। একে কী বলবেন? দেশবাসীর করের পয়সায় কেনা সরকারি গাড়ির ক্ষতি হল। একে কী বলবেন? যারা ভাবে দেশপ্রেম মানে শুধুই জাতীয় সঙ্গীত, তারাই সে দিন এই অনাচারে এগিয়েছিল। একে কী বলবেন? আসলে এ সব 'যদি', 'কিন্তু', 'তবে'র কোনও উত্তরই হয় না। ওরা বলছিল, মন চেয়েছে আগুন দিয়েছি, প্রাণ চেয়েছে মেরে দিয়েছি, অনেক দিন পাথর ছুড়িনি, একটু অভ্যেস করেছি মাত্র। এ আর এমন কী? তাই প্রতিবাদের নামেই দিকে দিকে অসভ্যতার ছবি তৈরি হয়ে যায়। হুজুগে পাশে দাঁড়ায় কিছু মানুষ। অকারণে মজা দেখতে পথে নামে আরও কিছু মানুষ। আর তারাই ফোনে ডেকে আনে আরও মানুষ। ক্রমে এ ভাবেই ভিড় বাড়ে, ভয় বাড়ে। একটা না-খবর হ্যাঁ-খবর হয়ে যায় মুহূর্তে। ধূপের আগুন দাবানল হয়ে ওঠে নিমেষে। এটাই এখন আগুন ছড়ানোর থিয়োরি। অনাচারের আগুন! পচে যাওয়া আগুন! তবে এ আগুন আর ভাঙচুরের সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়। কেননা মানুষ রেগে গেলে নাকি গঠনমূলক চিন্তা করতে পারে না। ক্ষিপ্ত মানুষের নাকি হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই এ রেগে ওঠা, এ বহ্নিশিখা। কিন্তু রাগ থেমে গেলেও কি সেই লোকেরা নতি স্বীকার করে কোনও দিন? টিভিতে ভাঙচুর চালানো সেই জুম করা মুখগুলো শান্তির মিছিলে হেঁটেছে কোনও দিন! টিভির ডিবেটে এসে ওরা একবারও বলেনি, গতকাল যা করেছি ঠিক হয়নি, ক্ষমা করুন হে নাগরিক। মননশীল সমাজ একটু অনুশোচনা দাবি করেছিল সে দিন এদের কাছে কিন্তু হয়নি। হয়তো এটুকু বললেই অনেকটা বিক্ষোভ সামাল দেওয়া যেত। গণরোষের আগুন নিভে যেত দিকে দিকে। পুলিশ ডাকতেই হত না। দমকলের এক মহার্ঘ গাড়ি জ্বলে যেত না। টিভিতে সচেতনতার বিজ্ঞাপন দিতে হত না। মন্ত্রের মতো থেমে যেত 'মব'। অথচ হয়নি। কারণ ওরা চায়নি। কেননা এই ধান্দার সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কারণ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, কিংবা গুজব ছড়ানো মানুষগুলো চিরকাল পর্দার ও পারেই থেকে যায়। যাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও সম্পর্ক থাকে না। যাদের ডেকে আনা হয় তারা যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কোনও রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, সংগঠন এদের খোঁজ করে না। কারণ এদের খুঁজে দিলেই তো বিপদ। সে বিপদ তাদের, যাদের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হবার ভয়। ভোটে হারার ভয়। তাই সেই সব মুখ কোনও দিন আর দেখা যায় না। এদের নামে এফআইআর হয় না। এদের সাজা হয় না। বরং এরা বেলা বাড়লে হাজার ভিড়ে মিশে ক্রমশ কমন পিপল হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে নির্দোষ মুখ, ক্ষণিকে ঘুরে যাওয়া বঞ্চিত মুখ। অথচ এরা আপনার সামনেই বড়বাজারে মাছ কিনছে, গড়িয়াহাটের ফুটপাথে হেঁটে যাচ্ছে, রেডরোডে মর্নিং ওয়াক করছে। অথচ আপনি বুঝতে পারছেন না। এটাই এক আড়াল-সংস্কৃতি। গণতান্ত্রিক আড়াল। অঘটন ঘটিয়ে সরে যাবার মেকানিজম্। আর যারা গণপ্রহারে অংশ নেবে, আপনার বাড়িতে ঢিল মারবে, স্টেশন মাস্টারের মাথা ফাটাবে, বাস জ্বালাবে, দোলের দিন বেকসুর যাত্রীর গায়ে রং দেবে, লুকিয়ে পটকা ফাটাবে, ট্র্যাফিক সিগনাল ভেঙে নেতাকে ফোন করবে, হেলমেট নেই তবু আড়ালে গিয়ে পয়সায় রফা করতে চাইবে, সরকারি অফিসে গিয়ে প্রথমেই পয়সার টোপ দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করবে, কোনও ভবঘুরে মানুষকে ছেলেধরা সন্দেহে প্রথম চড় মারার হাতটা এগিয়ে দেবেন, ভিড় বাসে মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে আর বাস থেকে নেমেই মেয়েদের পক্ষে ভাষণ দেবে, পাশের সিটে কুড়িয়ে পাওয়া দামি ফোনটি নিজের মনে করে ব্যবহার করবে, অটোচালককে ছোটলোক বলবে, আমি ভালো সবাই খারাপের তত্ত্ব দেবে, আবার কোনও সিনেমায় হিন্দুদের অপমান বলে গাড়ি পোড়াবে, সংস্কৃতের মুসলমান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অনশন করবে, আবার আগুন দিয়ে সেই আগুনের বিরুদ্ধেই মিছিল করবে।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস দেখায় যে ভারতীয় বুদ্ধিমত্তা অতুলনীয়। অন্যদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে এমন একটি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে, বিশ্বের বৌদ্ধিক অগ্রগতিতে প্রথম স্থান দখল করে এটি প্রমাণ করতে হবে। এমন কোন অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কি আছে যা আমাদের পক্ষে এটি করা অসম্ভব করে তুলবে? ভাস্করাচার্য এবং শঙ্করাচার্যের দেশবাসী কি নিউটন এবং ডারউইনের দেশবাসীর চেয়ে নিকৃষ্ট? আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের চিন্তার শক্তির মাধ্যমে, আমাদের মুখোমুখি বিরোধিতার লৌহ প্রাচীর ভেঙে ফেলা এবং বিশ্বের বৌদ্ধিক সার্বভৌমত্ব দখল করা এবং উপভোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আমি বিশ্বাস করি যে ভারত এক, অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ঈশ্বরের আমাদের প্রতীক তৈরি করে। কোনও দুটি কখনও একই ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই করবে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান। কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই। অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যতই পরের দোষ দিবি তুই নিজের যা দোষ এড়াতে, পেয়ে বসবে সে দোষ তোমায় দেবে না পা বাড়াতে। সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার। কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবরর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে।

ভোটমুখী ভাতা ও ভারতীয় রাজনীতি
গভীর হতে থাকা সঙ্কট

বিশেষ প্রতিনিধি

ভোটমুখী ভাতা দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। আঞ্চলিক পরিচিতি ছেড়ে এটি এখন সর্বভারতীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু থেকে শুরু হলেও এখন দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত রাজনৈতিক দলই জনমোহিনী ঘোষণা করছে। মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন অথবা গত বছরের লোকসভা নির্বাচন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভোটমুখী ভাতা নির্বাচনের অন্যতম বড় অংশ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে সুবিধে করে দিলেও দীর্ঘমেয়াদে অবশ্য অর্থনীতির ক্ষতি করছে এই ভাতা।

ভোটমুখী ভাতার শুরু এবং বিস্তার

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভোটমুখী ভাতার ঘোষণা করেছিল সমস্ত রাজনৈতিক দল। ব্যাঙ্কে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে বিনা খরচে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া অথবা বেকার ভাতা এবং ঋণ মুকুবের মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলি। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনও এগিয়েছে একই পথে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই প্রবণতা চোখে পড়েছিল। আঞ্চলিক দলের পাশাপাশি জাতীয় দলগুলিও ভোটারদের খুশি করতে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল। আর তা যে যথার্থ আর্থিক উন্নয়নের জন্য নয়, শুধুই ভোটে জেতার উপায়-তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বছর তিনেক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রকাশ্যে এই ভোটমুখী প্রকল্প ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর ভাষায় এটি ছিল 'রেবরি কালচার'। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই বিজেপিকেও অন্য রাজনৈতিক দল গুলির মতো সরাসরি অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। বিজেপির এই অবস্থান পরিবর্তন একটা ব্যাপার বুঝিয়ে দেয়। তা হল, রাজনৈতিক দলগুলিও বুঝতে পেরেছে এই ধরনের ঘোষণা অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। তবে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কাছে তাদের বারবার হারতে হচ্ছে।

অর্থনীতির উপর প্রভাবঃ ধার এবং অনিয়ন্ত্রিত খরচ

এখানে দেশের মধ্যে চারটি রাজ্যের কথা আলাদা করে বলা দরকার। অন্ধ্রপ্রদেশ,

তামিলনাড়ু, পঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ - এই চারটি রাজ্যে রাজস্ব ঘাটতি ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছেছে। নীতি আয়োগর ফিসকাল হেলথ ইনডেক্স বলছে গত এক দশকে এই চারটি রাজ্যে যে দলেরই সরকার থাকুক না কেন তারা ভোটমুখী ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে সদয় ছিল। তারই প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে। রাজনৈতিক দলগুলির অবশ্য নিজস্ব যুক্তি আছে। ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের যুক্তি-এটা মানুষের চাহিদা। নেতারা দাবি করেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা জানতে পেরেছেন, এভাবে সরাসরি অর্থ সাহায্য করলে গরিব মানুষের উপকার হয়। তবে রাজনৈতিক নেতাদের এই বক্তব্য অর্থনীতির যুক্তির সঙ্গে মানানসই নয়, শুধুই তোষণের রাজনীতি। এভাবে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন ছাড়া ভাতা দেওয়ার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে না। বাজার-অর্থনীতির এখানে এক বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিষেবা বিনা খরচে দেওয়া হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে চাহিদা ও যোগান ব্যবস্থার উপর। আর তার জেরে বেসরকারি সংস্থা বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ হারায়। স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বেসরকারি বিনিয়োগ অনেকটাই কমে যেতে পারে এই ভাতার জন্য। পাশাপাশি এভাবে ভাতা দিলে কাজের ব্যাপারে আগ্রহ হারাবার প্রবণতা তৈরি হয়। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার ব্যাপারেও বৈষম্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটা রাজনৈতিকভাবে কাউকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কারণে হতে পারে। আবার সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেও হতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে সমাজে বৈষম্য আরও বাড়ে। ক্ষনিকের ভালোর জন্য সুদূরপ্রসারি উন্নয়নকে অবহেলা করার মানসিকতা তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, ভোটমুখী ভাতা রাজনৈতিক দলগুলিকে নীতি নির্ধারণের সময় শুধুই নির্বাচনী লাভ-ক্ষতি নিয়ে ভাবায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন সেখানে আলোচিত হয় না।

কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করা দরকার

কয়েকদিন আগে সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজের একটি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর ডি সুব্বারাও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি যাতে ভোটমুখী ভাতা ঘোষণার ক্ষেত্রে সাবধানী হয় তার জন্য কোড অফ কন্ডাক্ট থাকা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়টি ঠিকঠাক ভাবে মানা হচ্ছে কি না তা নির্ধারণ করতে আইন থাকা দরকার। নির্দিষ্ট আইন ছাড়া কোনও কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করেই লাভের লাভ হবে না। এই নিয়ম-নীতি নিশ্চিত করবে রাজনৈতিক দল গুলি ভোটের আগে যে সমস্ত ঘোষণা করবে তার কোনওটাই আর্থিকভাবে অসম্ভব নয় এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারকও নয়।

ভোটমুখী ভাতা এবং কর্মসংস্থান

চিনের দার্শনিক লাউত জু বলতেন, কোন এক ব্যক্তিকে একদিন মাছ দিলে তার সেই দিনটা কেটে যাবে। কিন্তু তাকে মাছ ধরতে শেখালে তার গোটা জীবনটাই ভালোভাবে কাটবে। এই কথাটা এক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতাদের বুঝতে হবে, তাক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের কথা না ভেবে নীতিগত উন্নয়নে মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধুই ভোটের কথা ভেবে একের পর এক ঘোষণা করে গেলে তার কু-প্রভাব পড়বে ভারতের অর্থনীতির উপর। ভারতীয় অর্থনীতি এই ধরনের কু-প্রভাবের মুখোমুখি হওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। নীতি নির্ধারকদের বুঝতে হবে, কর্মসংস্থানের নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা যায়। তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করার বিষয়টিকে রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে। আর তাই রাজনৈতিক শ্রেণীর ভোটমুখী ভাতা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

গাজা প্রসঙ্গে আরববিশ্বের এমন অসহায়ত্ব কেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম দশকজুড়ে আরব ঐক্য, ইসলামী পরিচয় এবং উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে গাজার মাটিতে ইসরায়েলি বুলডোজারের অত্যাচার, পশ্চিম তীরের রক্তঝরা সংঘাতের মধ্যেও আরব রাষ্ট্রগুলোর কণ্ঠস্বর প্রায় নিঃশব্দ। একদিকে ইরান ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সক্রিয় কূটনীতি, অস্ত্র ও অর্থায়নের মাধ্যমে 'প্রতিরোধ অক্ষ'-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে অন্যদিকে মিসর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে ব্যস্ত। এই নীরবতা কি ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার অগত্যা, নাকি নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? আরববিশ্ব যখন ফিলিস্তিন ইস্যুতে পশ্চিমী মেরুকরণের দিকে ঝুঁকছে, ইরান এই শূন্যতা পূরণে সক্রিয়। হামাস, ইসলামিক জিহাদের মতো গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করে তেহরান কৌশলগতভাবে নিজেকে 'উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের মিত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এই সমর্থন নিছক মানবতাবাদী নয়, এটি ইরানের জন্য একটি ভূ-রাজনৈতিক হাতিয়ার। শিয়াপ্রধান ইরান সুন্নি আরববিশ্বে প্রভাব বিস্তার, সৌদি-ইসরায়েল-মার্কিন জোটের বিপরীতে প্রতিরোধ অক্ষ শক্তিশালীকরণ এবং আঞ্চলিক নেতৃত্বের লড়াইয়ে ফিলিস্তিনকে ব্যবহার করছে। ইরানের এই ভূমিকা সত্ত্বেও শিয়া-সুন্নি বিভাজন এবং ফিলিস্তিনি সংগ্রামের সঙ্গে এর ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দূরত্ব প্রকট। ফিলিস্তিনিরা ঐতিহাসিকভাবে আরব জাতীয়তাবাদ ও সুন্নি নেতৃত্বের সঙ্গে একাত্ম। তাই ইরানের সাহায্যকে অনেকে 'বাহ্যিক হস্তক্ষেপ' হিসেবেই দেখে। তবু হামাসের সামরিক সক্ষমতা এবং গাজায় ইরানি ড্রোনের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধে তেহরানই একমাত্র বাহ্যিক বলয়। অন্যদিকে আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাহারিন ও সুদানের মতো রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করেছে। সৌদি আরব, যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, তবে মার্কিন নিরাপত্তা গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক লাভের লক্ষ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছে। মিসর ও জর্ডন ১৯৭০-৮০-এর দশকের শান্তিচুক্তির জেরে ফিলিস্তিন ইস্যুতে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। একুশ শতকে তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ফিলিস্তিনি সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তা বিস্ময়কর। সামাজিক মাধ্যমের 'ফ্রি প্যালেস্তাইন' ট্রেন্ড, গাজায় বোমাবর্ষণের ভাইরাল ভিডিও-এগুলো ক্ষণস্থায়ী আবেগ ছাড়া স্থায়ী কোনো গণ-আন্দোলনের জন্ম দেয় না। পশ্চিমী বিশ্বে সাধারণ মানুষ মুদ্রাস্ফীতি, জলবায়ু সংকট, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ফিলিস্তিনকে তারা 'দূরবর্তী সংঘাত' হিসেবেই দেখে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো কূটনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানালেও বাস্তবে মার্কিন

নিষেধাজ্ঞা বা অর্থনৈতিক চাপের ভয়ে নিশ্চুপ। আরববিশ্বে স্বৈরশাসকদের দমননীতি গণ-আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। মিসর, সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করলেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। ইউরোপে ফিলিস্তিন সমর্থনকে বারবার 'ইহুদিবিদ্বেষ'-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, যা বামপন্থী ও মানবাধিকারকর্মীদের ভীত করে। তরুণ প্রজন্ম, যারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকটের কোনো সমাধান দেখেনি, তারা হতাশায় আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনি সংগ্রাম আজ আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় প্রান্তিক। আরব রাষ্ট্রনেতাদের সামনে একটি কঠিন দ্বন্দ্ব। একদিকে ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা তাঁদের ফিলিস্তিনের পক্ষে সোচ্চার হতে বলে অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, পশ্চিমা মিত্রতা এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষায় ইসরায়েলের সঙ্গে সমঝোতা জরুরি। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমান এই দ্বন্দ্বের প্রতীক। তিনি ভিশন ২০৩০-এর নামে সমাজকে মডার্নাইজ করার লক্ষ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, যদিও ২০২২ সালের আরব ব্যারোমিটার সমীক্ষায় ৭২ শতাংশ আরব ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধিতা করে। এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে প্যান-অ্যারাবিজম এবং রাজনৈতিক ইসলামের পতন। জামাল আবদেল নাসেরের সময়ে আরব জাতীয়তাবাদ ফিলিস্তিনকে সমগ্র আরববিশ্বের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যদিকে ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব ও মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান ফিলিস্তিনকে ইসলামী ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছিল। কিন্তু বর্তমানে আরব নেতারা এই ধারাগুলোকে হুমকি হিসেবে দেখেন। মিসরে সিসি সরকার মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থকদের দমন করেছে, সৌদি আরব সালাফি গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ফলে ফিলিস্তিন ইস্যু এখন আরব রাজনীতিতেও প্রান্তিক। ফিলিস্তিন ইস্যুতে পশ্চিমী প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। মিসর বছরে ১.৩ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সামরিক সাহায্য পায়, যার শর্ত হলো ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমাতে ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে জ্বালানি চুক্তি করছে। মিডিয়া যুদ্ধে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম ইসরায়েলি বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়। গাজায় হামাসের রকেট হামলা 'সন্ত্রাস', অন্যদিকে ইসরায়েলি বিমান হামলা 'আত্মরক্ষা' হিসেবে উপস্থাপিত হয়। আরব মিডিয়াও এখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। আলজাজিরা কিছুটা ব্যতিক্রম, যেটি ইসরায়েলি দখলদারির কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবের মিডিয়া হাউসগুলো ফিলিস্তিনি ভুক্তভোগীদের গল্প প্রায় উপেক্ষা করে। তাদের সংবাদের ফোকাস বাণিজ্য, বিনোদন এবং সরকারি প্রকল্পের সাফল্য। এই মিডিয়া যুদ্ধ ফিলিস্তিনি সংকটকে বিশ্বব্যাপী 'স্বাভাবিক' করে তুলছে। আরববিশ্বের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান। বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ২০১১ সালের আরব বসন্তের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। ২০২৩ সালে গাজায় ইসরায়েলি হামলার সময় জর্দান ও মরক্কোতে বিক্ষোভ দেখা গেছে, যা রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সংগঠিত হয়েছিল। সামাজিক মাধ্যম এই প্রজন্মকে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করছে। তবে একটি টেকসই আরব জাগরণের প্রয়োজন। তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি), আরব লীগের বিভেদ দূর করে সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। হামাস, ফাতাহর মতো গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনৈক্য দূর করা এবং আন্তর্জাতিক আইনি লড়াইয়ে জোর দেওয়া। এখানে ইরানের ভূমিকা সীমিত, যেখানে শিয়া-সুন্নি বিভাজন এবং পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে তুরস্ক ও কাতারের মতো রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিন ইস্যুতে সীমিত ভূমিকা রাখছে। আরববিশ্বের নীরবতা একাধারে বাস্তবতা ও নৈতিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রগুলো তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় পশ্চিমী মিত্রতার ওপর নির্ভরশীল, যা একটি কঠিন সত্য। কিন্তু এই নীরবতা আরব সমাজের ইসলামী চেতনা ও ঐতিহাসিক দায়িত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কিন্তু সম্ভাবনার আলো আছে। তরুণ প্রজন্ম, নারী ও নাগরিক সমাজের উদ্যোগে নতুন গণজাগরণের বীজ লুকিয়ে আছে। ফিলিস্তিনের প্রশ্নে আরববিশ্বের নীরবতা শুধু রাষ্ট্রীয় নয়, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নৈতিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে রাজনীতির হিসাব-নিকাশের উর্ধ্বে উঠে মানবতা ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হবে।

সৌরজগতের বাইরে রয়েছে প্রাণ! এলিয়েনের খোঁজ দিল ভারত বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী

বিশেষ প্রতিনিধি

সৌরজগতের বাইরের এক গ্রহের বায়ুমণ্ডলে রাসায়নিক চিহ্ন খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা, যা পৃথিবীতে শুধুমাত্র জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়। গবেষকদের মতে, এটি এখনও পর্যন্ত মহাকাশে জীবনের সম্ভাব্য উপস্থিতির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এই চিহ্ন খুঁজে পেলেন। জেমস ওয়েবের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা গ্রহটির নাম কেটু-১৮-বি। এর বায়ুমণ্ডলে যে দু'টি গ্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা হল ডাইমিথাইল সালফাইড এবং ডাইমিথাইল ডিজালফাইড। পৃথিবীতে এই দু'টি গ্যাসই জীবন্ত জীব, বিশেষত সামুদ্রিক শৈবালজাতীয় মাইক্রোব দ্বারা তৈরি হয়। গবেষকদের মতে, এটি ইঙ্গিত করে কেটু-১৮-বি গ্রহটিতে প্রাণ থাকতে পারে। তবে

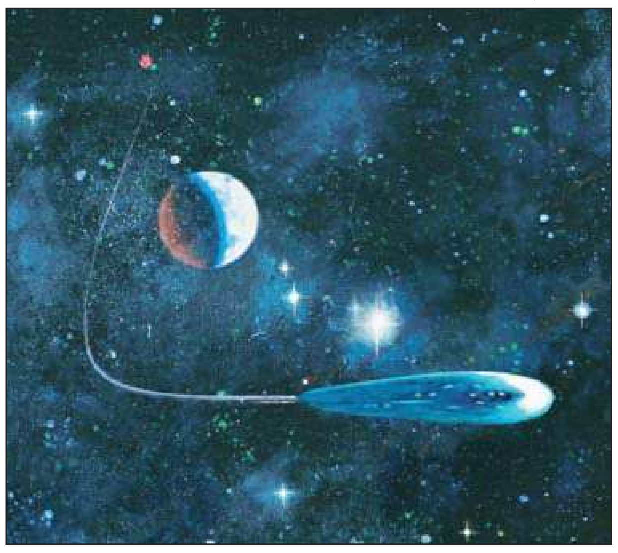

তাঁরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, কোনও জীবন্ত প্রাণির আছেই সেকথা তাঁরা ঘোষণা করছেন না-বরং এটি একটি সম্ভাব্য বায়োসিগনেচার অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের ইঙ্গিত। ফলে এই ফলাফলকে এখনই চূড়ান্ত প্রমাণ বলে বিবেচনা না করে আরও গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা যাচাই করতে চাইছেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমির অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট নিক্কু মধুসূদন, যিনি এই গবেষণার প্রধান লেখক, বলেন, 'এটি সৌরজগতের বাইরের প্রাণ খোঁজার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবী পদক্ষেপ, মুহূর্তও। আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে বর্তমান প্রযুক্তির মাধ্যমেই জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন শনাক্ত করা সম্ভব। আমরা এখন পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক অ্যাস্ট্রোবায়োলজির যুগে প্রবেশ করেছি।' মধুসূদন জানান, আমাদের সৌরজগতেই জীবনের সম্ভাব্য পরিবেশ খোঁজার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে-যেমন মঙ্গল গ্রহ, শুক্র গ্রহ এবং চাঁদে। তবে কেটু-১৮-বি-র আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কেটু-১৮-বি গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ৮.৬ গুণ ভারী এবং আয়তনে ২.৬ গুণ বড়। এটি একটি লাল বামন তারার চারপাশে এমন এক দূরত্বে ঘুরছে, যা 'বাসযোগ্য অঞ্চল' হিসেবে পরিচিত-যেখানে জল তরল অবস্থায় থাকা সম্ভব। এই লাল বামন তারা সূর্যের চেয়ে ছোট এবং কম উজ্জ্বল। এটি পৃথিবীর থেকে ১২৪ আলোকবর্ষ দূরে, লিও নক্ষত্রপুঞ্জে রয়েছে। এই তারার চারপাশে আরও একটি গ্রহের অস্তিত্বও শনাক্ত করা হয়েছে। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের আগের পর্যবেক্ষণে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া গিয়েছিল-এটি ছিল প্রথমবারের মতো কোনও তারার বাসযোগ্য অঞ্চলে থাকা গ্রহে কার্বন-ভিত্তিক অণুর শনাক্তকরণ। মধুসূদন বলেন, 'বর্তমানে যেসব পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে, তা ব্যাখ্যা করার একমাত্র উপায় হল কেটু-১৮-বি হাইসিয়ান বিশ্ব, যা প্রাণে ভরপুর। তবে আমাদের খোলা মন নিয়ে অন্যান্য সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে। যদি হাইসিয়ান গ্রহ বাস্তবেই থাকে, তবে সেখানে প্রাণ সম্ভবত পৃথিবীর সমুদ্রের মাইক্রোবের মতোই হবে। এই ধরনের গ্রহের মহাসাগর পৃথিবীর চেয়ে উষ্ণ বলে ধারণা করা হয়। এককোষী বা মাইক্রোবায়াল জীব ছাড়া, বহু-কোষী বা বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।'

অশান্তির আঁচ পর্যটনে, শুন্য হাজারদুয়ারী! সমস্যায় ব্যবসায়ী থেকে টাঙ্গাওয়ালারা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা অন্যতম ইতিহাস নগরী পর্যটনকেঃদ্র। কিন্তু বাংলা বছরের প্রথম সপ্তাহে

পর্যটকদের ঢল নামলেও দেখা নেই বর্তমানে পর্যটকদের। কারণ মুর্শিদাবাদে এখন অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একের পর এক হোটেল বুকিং বন্ধ হচ্ছে। কোভিড মহামারী, এমনকি ২০১৯ সালের সিএএ এনআরসিসির মতো পর্যটক শুন্য ছিল মুর্শিদাবাদে। যা আবারও একই চিত্র বর্তমান সময়ে। ফলে মাথায় হাত এখন হোটেল ব্যবসায়ী থেকে টাঙ্গা চালক সকলের। মুর্শিদাবাদ, যে নামটা শুনলেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে হাজারদুয়ারী এমনকি ইতিহাসের বহু নির্দশন।কিন্তু কয়েক দিন ধরে মুর্শিদাবাদ উতপ্ত। ফলে ভাল নেই মুর্শিদাবাদ। আর যার কোপ এসে পড়ল অর্থনীতিতে। পর্যটকদের পদচারণায় একসময় মুখরিত নবাব নগরী মুর্শিদাবাদ আজ কার্যত জনশূন্য। হাজারদুয়ারি, কাটরা মসজিদ, কাঠগোলা প্রাসাদ সবকিছুই যেন থমকে গেছে। আর তার জেরে বিপাকে পড়েছেন গাইড, হোটেল ব্যবসায়ী, টোটো-টানা চালকসহ ছোটখাটো দোকানদাররা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জেলার একাংশে ওয়াকাফ আইন ঘিরে তৈরি হওয়া অস্থিরতার ফলে পর্যটকদের আগমন বন্দ্ধ হয়ে গেছে। যদিও সেই গণ্ডগোলের মূল কেন্দ্র নবাব নগরী থেকে প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে। তবু তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে এই ঐতিহাসিক শহরে। হোটেল মালিকদের একাংশ জানিয়েছেন, অনেক পর্যটক বুকিং বাতিল করেছেন বা তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নির্ধারিত ক্যাম্প-ভ্রমণও বাতিল করেছেন। ফলে হোটেলগুলোর রুম খালি পড়ে রয়েছে, আয় একপ্রকার বন্ধ।পর্যটন মরশুমে যখন মুর্শিদাবাদ থাকার কথা পর্যটকে ঠাসা, তখন শহরজুড়ে এক ধরনের শূন্যতা। কাটরা মসজিদ হোক বা কাঠগোলা প্রাসাদ সর্বত্রই সুনসান নীরবতা। ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই পরিস্থিতির সমাধান করা, না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির মুখে পড়বে নবাব নগরীর পর্যটনভিত্তিক অর্থনীতি।

দুই ঘণ্টার ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ যাত্রাঃ ভারতীয় রেলের এক নতুন অধ্যায়

১৮ এপ্রিল ঃ এই প্রকল্পের আওতায় প্রথমবারের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে টিবিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ৯.১১ মিটার ব্যাসের একক-ঢালযুক্ত রক টিবিএম অসাধারণ গতি এবং নির্ভুলতা প্রদান করেছে, যা ভারতের নির্মাণ ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। - শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেলমন্ত্রী যোগ নগরী ঋষিকেশ থেকে তপ নগরী কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত যাত্রা শীঘ্রই মাত্র দুই ঘন্টা সময় নেবে। দেবভূমিতে (দেবভূমি) 'শিব' এবং 'শক্তি'-এর আশীর্বাদে ভারতীয় রেল দেশের দীর্ঘতম রেল টানেল নির্মাণে একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। ১২৫ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্পটি উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পবিত্র স্থান এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী চারধাম- যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ- দর্শনের জন্য ভ্রমণ করেন। তবে, কঠিন ভূখণ্ড এবং সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে, তারা দীর্ঘদিন ধরে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হযেছেন। এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং উত্তরাখণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার জন্য, ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্প চালু করা হয়েছিল।

একবার সম্পন্ন হলে, এই প্রকল্পটি লক্ষ লক্ষ ভক্তের জন্য চারধামে নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকারের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ইচ্ছা পূরণ করবে। হিমালয়ের হৃদয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কীর্তি ভূমিকম্পীয় অঞ্চল IV-তে অবস্থিত, এই প্রকল্পটি ভূতাত্ত্বিকভাবে সংবেদনশীল ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল দেবপ্রয়াগ এবং জনাসুর মধ্যে ১৪.৫৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল টানেল, যা ভারতের দীর্ঘতম রেল টানেল। ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি টানেল টি-৮-এর সাফল্যের উদ্বোধন করেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং মাইলফলক। ৩৮ টি পরিকল্পিত টানেল সাফল্যের মধ্যে ২৮টি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়টি ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে সম্পূর্ণরূপে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) ব্যবহার সহ আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতি অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে, 'শিব' এবং 'শক্তি' নামের টিবিএম মাত্র এক মাসে ১০৮০.১১ রানিং মিটার টানেল খনন করে একটি রেকর্ড স্থাপন করে। এই প্রকল্পের আরেকটি বিস্ময় হল ৮ নম্বর রেল সেতু, যা অত্যাধুনিক প্রকৌশল প্রদর্শন করে। **যোগ এবং তপস্যার সেতুবন্ধনঃ** ১২৫.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ব্রডগেজ রেলপথটি ঋষিকেশকে কর্ণপ্রয়াগের সাথে সংযুক্ত করবে এবং এটি ভারতীয় রেলওয়ের চারধাম রেল প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার লক্ষ্য উত্তরাখণ্ডের চারটি পবিত্র তীর্থস্থানকে সংযুক্ত করা। প্রকল্পের মোট আনুমানিক ব্যয় ১৬,০০০ কোটিরও বেশি। এটিকে অনন্য করে তোলে যে রুটের ৮৩ অংশ টানেলের মধ্য দিয়ে যায়, যার মধ্যে ১৭টি প্রধান টানেল এবং ১২ টি এস্কেপ টানেল রয়েছে, যার সম্মিলিত টানেলের দৈর্ঘ্য ২১৩ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১৯৩ কিলোমিটার ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। ৫ টি গুরুত্বপূর্ণ জেলাকে সংযুক্ত করা বর্তমানে, ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত সড়ক যাত্রায় ৬-৭ ঘন্টা সময় লাগে, প্রায়শই ভূমিধস এবং আবহাওয়াজনিত বিলম্বের কারণে বেশি সময় লাগে। এই রেলপথের মাধ্যমে, একই যাত্রা প্রায় ২ ঘন্টায় সম্পন্ন হবে, যা তীর্থযাত্রী, পর্যটক এবং স্থানীয়দের জন্য দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। যেহেতু ৮৩ রেলপথ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যায়, তাই ভারী বৃষ্টিপাত, তুষারপাত বা ভূমিধসের কারণে লাইনটি মূলতঃ অপ্রভাবিত থাকবে, যা চারধাম ভ্রমণকারীদের জন্য সারা বছর যোগাযোগ নিশ্চিত করবে। **প্রকল্পটি উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি জেলাকে সরাসরি সংযুক্ত করবেঃ** দেরাদুন, তেহরি গড়ওয়াল, পৌরি গড়ওয়াল, রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামোলি। ঋষিকেশ, মুনি কি রেতি, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, গৌচর এবং কর্ণপ্রয়াগের মতো শহর ও শহরগুলিতে ট্রেনের মাধ্যমে যাতায়াত করা যাবে। এটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি সম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং বাজারের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করবে। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবঃ** ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্পটি উত্তরাখণ্ডে পর্যটন বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত। চারধাম তীর্থযাত্রার পাশাপাশি, ঋষিকেশ, হরিদ্বার এবং আউলির মতো গন্তব্যগুলি আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে, যা স্থানীয় ব্যবসা, আতিথেয়তা এবং পরিবহন খাতকে সমর্থন করবে। দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ এবং গৌচরের মতো শহরগুলিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৃহত্তর চারধাম রেল প্রকল্পের লক্ষ্য হল ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথকে সংযুক্ত করা।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি মেদিনীপুরে, দফায় দফায় বৈঠক করছেন জেলাশাসক থেকে প্রশাসনিক কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শালবনিতে জিন্দাল ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। পরদিন মঙ্গলবার কলেজ ময়দানে হবে প্রশাসনিক সভা। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য মেদিনীপুর কলেজ ময়দানেও চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাডও। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর প্রসঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন জেলাশাসক থেকে প্রশাসনিক কর্তারা। অপরদিকে এদিন জিন্দাল ক্যাম্পাসেও প্রস্তুতি ঘিরেও চরম ব্যস্ততা দেখা গিয়েছে। মণ্ডপ তৈরির কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টিতে মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ে। তবে রাতের মধ্যেই সেই মণ্ডপ ফের মাথা তুলে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। জিন্দাল কর্তারা জানিয়েছেন, মূলমঞ্চের কোনও ক্ষতি হয়নি। হ্যাঙার লাগানোর কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ঝড়বৃষ্টিতে ওই বিপত্তি ঘটে। তবে তা বড় কিছু নয়। ঝড়বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে শক্তপোক্ত তাঁবু খাটানো হচ্ছে বলে খবর। এদিকে মঙ্গলবার কলেজ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় জনসমাগম করতে দলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা। হাজির ছিলেন মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বিধায়ক দীনেন রায়, পরেশ মুর্মু, সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক, প্রাক্তন

বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ প্রমুখ। সুজয়বাবু বলেছেন, প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করবে। তবে দলের নেতা-কর্মীরা সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কলেজ ময়দানে হাজির থাকবেন। সোমবার শালবনি জিন্দাল ক্যাম্পাসে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জিন্দাল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি উদ্বোধন হবে গোয়ালতোড়ে তৈরি হওয়া সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের।

রেলওয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দার্জিলিংয়ের রেল পরিকাঠামো এবং পর্যটন উন্নয়ন পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ১৮ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিনিধি দল তাদের আধিকারিক সফরের অংশ হিসাবে ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে দার্জিলিং পরিদর্শন করে। সফরের সময়, কমিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং এর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে এই অঞ্চলে রেলওয়ের উন্নয়ন এবং পর্যটনের প্রচার সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে। সফরের অংশ হিসাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানাজিং ডাইরেক্টর-এর সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ - এর বিষয়ে আলোচনা হয়, যেখানে সিভোক-রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই গুরুত্বরূর্ণ রেল সংযোগের লক্ষ্য সিকিমের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও কৌশলগত উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আরও, কমিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর সাথে 'পর্যটন ভিত্তিক - রেলওয়ের প্রচার' বিষয়ে একটি পৃথক অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে। আলোচনাগুলি উদ্ভাবনী রেল-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা এবং বহনক্ষম ঐতিহ্যগত পর্যটনের মাধ্যমে অঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পদক্ষেপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সফরকালে, কমিটি ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে. পর্যটনের সংরক্ষণ, আধুনিকীকরণ এবং প্রচারের জন্য বর্তমানের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করার জন্য ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এরও ভ্রমণ করে। বৈঠকের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে রেলের পরিকাঠামো এবং পর্যটনের অগ্রগতির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে তথা সামগ্রিক বিকাশ এবং জাতীয় একীকরণের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে।

ব্রিগেডে কেবল উত্তরবঙ্গের জমায়েতই এক লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে, দাবি বামেদের

দুরন্ত বার্তা, ১৮ এপ্রিল ঃ আগামী ২০ এপ্রিল বিগ্রেড সমাবেশ বামেদের। তার আগে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বড় দাবি করল লাল শিবির। তাঁরা বলছে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের জমায়েতই ১ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে! অর্থাৎ রবিবারের ব্রিগেড যে রেকর্ড গড়তে চলেছে তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখছেন বামেরা। শুক্রবার শ্রমিক ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিল সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির নেতৃবৃন্দ। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, রাজ্যের সব জায়গা থেকে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী এবং প্রান্তিক বস্তিবাসী মানুষ আসবেন সমাবেশে। অতীতে বামেদের ব্রিগেড যা রেকর্ড করেছে তা ছাপিয়ে যেতে পারে। সেই মতো প্রস্তুতিও চলছে বলে জানিয়েছে সংগঠনগুলি। রাজনৈতিক মহলে অবশ্য বামেদের ভোট শতাংশ নিয়ে আলোচনা কম হয় না। বিগত বছরগুলিতে তাঁরা যে ব্রিগেড করেছে তাতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন ঘটে না। কী তার কারণ, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলেই। আর বিষয়টি নিয়ে যে দলীয় নেতারাও উদ্বিগ্ন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এবারের ব্রিগেড নিয়ে আরও বেশি 'সচেতন' হতে চাইছে লাল বাহিনী। সিপিএমের এ ধরণের বড় মঞ্চে সাধারণত পক্ককেশের নেতারা বক্তব্য রাখেন। এবারেও শুরুতে তার অন্যথা হয়নি। বক্তাদের তালিকায় নাম রয়েছে শুধুই প্রবীণদের। তবে রাজ্যজুড়ে কর্মীদের মধ্যে মীনাক্ষীকে নিয়ে যা উন্মাদনা তাতে শেষ মুহূর্তে বক্তা তালিকায় তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরেই। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, নেতৃত্বও বুঝতে পারছেন বক্তা তালিকায় শুধু প্রবীণদের রাখলে হবে না, তরুণদেরও রাখতে হবে। তাই সম্ভবত, বক্তা তালিকায় মীনাক্ষীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। যেমন এবারে কেন্দ্রীয় কমিটিতেও জায়গা হয়েছে তাঁর। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অতীতে প্রতিটি ব্রিগেডের আয়োজন হয়েছে সিপিএমের তরফে। এবারে অবশ্য সরাসরি সিপিএমের ডাকে ব্রিগেড হচ্ছে না। বরং শ্রমিক ও গণ সংগঠনগুলির উদ্যোগে এই সমাবেশ হতে চলেছে। সেই ব্রিগেড আদতে কী প্রভাব ফেলতে পারে বাংলার রাজনীতিতে, সেটা দেখার বিষয়।

নিশ্চিত ভবিষ্যতের দাবী নিয়ে বর্ধমানে গণস্বাক্ষর অভিযান চাকরিহারা শিক্ষকদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল ঃ যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের চলতি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সবেতনে স্কুলে যাবার সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় সাময়িক স্বস্তি দিলেও, স্থায়ী সমাধান না পেয়ে হতাশ চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাদের দাবি, সমস্যার গোড়ায় হাত না দিলে ভবিষ্য বারবার অনিশ্চিত থেকে যাবে। তাই শুধুই বেতন বা সাময়িক চাকরি নয়, চাই স্থায়ী ও চূড়ান্ত সমাধান। এই দাবিকে সামনে রেখেই শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণস্বাক্ষর অভিযানে নামেন 'যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চ'-এর সদস্যরা। শহরের একাধিক জায়গায় ঘুরে তাঁরা সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই আন্দোলনের পিছনে শুধু চাকরি হারানোরা নন, সাধারণ মানুষও রয়েছেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ২২ এপ্রিল রাজ্যপালের হাতে এই সমস্ত স্বাক্ষর তুলে দেওয়া হবে। আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি শিক্ষিকা সুরুপা চক্রবর্তী বলেন, সাময়িক স্বস্তি নয়, আমরা স্থায়ী সমাধান চাই। বারবার চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা আমাদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে দেবে না। তাই রাজ্যপালের কাছে জনসমর্থন নিয়েই যাচ্ছি। প্রতিবাদে গতি আনতেই এই গণস্বাক্ষর অভিযান, জানান আন্দোলনকারীরা।

মালদায় ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা রাজ্যপালের, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ মালদায় ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা রাজ্যপালের, 'আসল' ঘটনা চাপা দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ স্থানীয়দের রাজ্যপাল আসার আগে স্কুল চত্বর থেকে গ্রামবাসীদের সরানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযোগে রাজ্যপাল ঢোকার আগে গ্রামবাসীদের তুমুল বিক্ষোভ মালদহে। শয়ে শয়ে মহিলা-পুরুষ হাজির হন এদিন। তাঁদের একটাই বক্তব্য, কোথায় যাবে হিন্দুরা? কতদিন অত্যাচার সহ্য করতে হবে? বিক্ষোভের আঁচ নেভেনি একটুও। রাজ্যপাল স্কুলে পারলালপুরের স্কুলে ঢোকার পরও একইভাবে আন্দোলন চলতে থাকে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে ধস্তাধস্তি হয় বলে খবর। ওয়াকফ নিয়ে গত শুক্রবার উত্তপ্ত হয় মুর্শিদাবাদ। দফায় দফায় বিক্ষোভ ছড়ায় বিভিন্ন এলাকায়। আক্রান্ত বহু পরিবার। এই পরিস্থিতিতে ভয়ে অনেকে পালিয়ে যান এলাকা থেকে। ঠাঁই হয় মালদহের একটি স্কুলে। সেখানে তাঁদের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করতে যাওয়ার কথা রাজ্যপালের। তার আগেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। রাজ্যপাল আসার পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। মালদায় যেখানে মুর্শিদাবাদের মূলত ধুলিয়ানের বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছেন, স্থানীয়দের অভিযোগ, ওদের একরকম বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর প্রতিবাদেই বিক্ষোভ। ওঠে 'মমতা হঠাৎও দেশ বাঁচাও স্লোগান।' তাঁদের দাবি, 'হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। কতদিন সহ্য করব। কাল বাংলাদেশ থেকে পালিয়েছে আজ মুর্শিদাবাদ থেকে। কোথায় যাবে তারা। মমতা কিছু করছে না।' বিক্ষোভে উপস্থিত একজন বলেন, 'আমাদের বাড়ির পাশে এসব করছে। কতদিন সহ্য করব। আর সহ্য করা যাচ্ছে না। হিন্দু ভাইদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে।' এদিকে, মালদা পৌঁছেই শান্তির বার্তা দেন রাজ্যপাল। বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বার্তা দিয়েছি। এলাকায় শান্তি ফেরানোর বার্তা দিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলছি, যাঁরা এখানে আছেন। ওদের কী দরকার সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কথা বলে দেখি। পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ করা হবে দ্রুত।'

জামালপুরে বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় ৮ ঘন্টার মধ্যেই কিনারাঃ গ্রেপ্তার ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল ঃ জামালপুরে নৃশংসভাবে বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে কিনারা করলো পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে দুইজনকে। মূলত বাড়ি ভাড়া নিয়ে গোলমাল বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে। তার জেরেই খুন হন বৃদ্ধা মীরা সরকার (৭৫) এবং গুরুতর জখম তার স্বামী নীলাদ্রি সরকার। ঘটনা টি জামালপুরের আঝাপুর এলাকার। এই ঘটনায় দুই যুবক কে গ্রেফতার করে জামালপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল অমিত বাগদি(৩২) ও কুবীর গা।ই(৩২)। দুইজনেরই বা।ি বীরভূমের মল্লারপুর থানা এলাকায়। অমিতকে বৃহস্পতিবার মল্লারপুর থেকে এবং কুবীরকে জামালপুর এলাকা থেকে ধরেছে পুলিশ। শুক্রবার তাদের বিরুদ্ধে হত্যা,হত্যার চেষ্টা,ষড়যন্ত্র সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ১০দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক ১০দিনেরই পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানাগিয়েছে, ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে বৃদ্ধা খুনের ঘটনার ধৃতরা কি ভাবে খুন করেছে তা পূর্ননির্মাণ করতে চাইছে। সেই সঙ্গে ঘটনায় ব্যবহৃত সামগ্রীও উদ্ধার করা। বর্ধমান সদর দক্ষিণের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল জানান, ধৃতরা জেরায় খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। অমিত ও কুবীর জামালপুরে একটি চটের কারখানায় কাজ করতো। অমিত নীলাদ্রিবাবুর বা।তি ভা।া থাকতো। বা।ি ভা।া ও ইলেকট্রিক বিল বকেয়া রেখে ছিল অমিত। সেই নিয়ে নীলাদ্রিবাবু বার বার অমিতকে ফোন কবে সেই টাকার জন্য তাগাদা দিত। তাতেই ক্ষপ্ত হয়ে বৃদ্ধ দম্পতি কে খুনের পরিকল্পনা করে অমিত। তাকে সাহায্য করে কুবীর। তিনি আরও জানান, বুধবার রাতে পাঁচিল টপকে দুজনে নীলাদ্রি বাবুর বা।রি ভিতরে ঢোকে। তার পর বকেয়া টাকা দেওয়ার অছিলায় দরজা খুলতে বলে নীলাদ্রিবাবুকে। ভিতরে ঢুকেই ভারি কিছু জিনিস দিয়ে নিঃসন্তান দম্পতির উপর হামলা চালায় তারা। হামলায় নীলাদ্রি বাবু গুরুতর জখম হলেও তার স্ত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনার পূণনির্মাণের জন্য ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, নীলাদ্রির একসময় আঝাপুরে মুদিখানার দোকান ছিল। কয়েকবছর আগে বন্ধ করে দেন। এখন নিজেদের জমি চাষাবাদ করেই সংসার চালাতেন তিনি।

কোচবিহারের সাংসদের সামনেই বিএসএফের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল ঃ ঘটনা সূত্রপাত বুধবার। বুধবার কোচবিহার জেলার শীতলকুচির গাছতলা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশী পাচারকারী বিএসএফের আবার বুলেটে গুলি বিদ্ধ এবং পরবর্তীতে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর ওই এলাকার কিছুটা দূরে পশ্চিম শীতলকুচির পণ্ডিত পাড়া এলাকায় ভারতীয় নাগরিকরা যখন জিরো ল্যান্ডে তাদের নিজের জমিতে চাষ করে ফিরে আসছিলেন সেই সময় উকিল বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে অপহরন করে বাংলাদেশী দুস্কৃতীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও বিএসএফ এর পরেই বিজিবির আধিকারিকদের সাথে ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কথা বলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী বিজিবির পক্ষ থেকে প্রথমে তা অস্বীকার করা হয় যদিও বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিককে বিজিবির জাওয়ানরা নিয়ে যাচ্ছে সেই ছবি সামনে আসে। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হয় যদিও সমাধান সূত্র বেরোয়নি এরপর সেই মিটিং বিকেলে হওয়ার কথা থাকলেও বিজিবি উপস্থিত হননি অনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে। বৃহস্পতিবারই বিএসএফের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন এবং অপহৃত ওই ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে জানতে নিয়ে এবং আশ্বাস দেন ফিরিয়ে আনার। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার সকালেও বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হলেও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এরপর ওই এলাকায় যান কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি বিএসএফের আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পর যখন ওই ভারতীয় নাগরিকের বাড়ি যাচ্ছিলেন সেই সময় তার সাথে বিএসএফের গাড়ি ছিল এবং তা দেখেই ওই এলাকার মানুষ বিএসএফের গাড়ি ধীরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও পরবর্তীতে তারা হাত জোর করে বিএসএফের কাছে বাড়ির লোককে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানান। এই প্রসঙ্গে অপহৃত উকিল বর্মনের দাদা প্রফুল্ল বর্মন বলেন - আমাদের জমি জমা সবকিছু ওই জিরো ল্যান্ডে। আমরা গরীব মানুষ চাষাবাদ করে খাই দিন দিন হয় এখনো ভাই বাড়ি আসেনি। বিএসএফ প্রসঙ্গে বলেন বিএসএফ কিছুদিন সময় চেয়েছে এবং সাংসদ এসেও সে কথা বলছেন তবে আমরা চাই আমাদের বাড়ির লোক দ্রুত ফিরে আসুক। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া বলেন - আমি বিএসএফ আধিকারিকদের সাথে কথা বললাম আমার জেলা শাসকের সাথে কথা হয়েছে হাইকমিশনার লেভেলেও কথা চলছে । খুব দ্রুত ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ

করছে আসলে বর্তমানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আগের মত নেই সেই জন্য সময় লাগছে। বিএসএফের সামনে কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকা থেকে এভাবে ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে গেল এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সেই সময়গুলি চলেছিল বিএসএফ সেই মুহূর্তে হয়তো ব্যাপারটি বুঝতে পারিনি জিরো ল্যান্ড থেকে কাজ করে সবাই ফিরে আসছিল এরা দুজন একটু দেরী হয়েছিল এই সুযোগেই বাংলাদেশী দুস্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বিএসএফ সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে। বারবার যখন রাজ্যের উন্নয়ন মন্ত্রী তোপ থাকেন বিএসএফের দিকে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুটা ভিন্ন সুর কোচবিহারের সাংসদের গলায় বিএসএফ নিয়ে। যদিও এই প্রসঙ্গে শীতলকুচি বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন - ভারতের সেনা তথা বিএসএফ বারবার বাংলাদেশের সেনার সাথে কথা বলছেন। কি অজানা কারণে বাংলাদেশ সরকার বা সেনারা এই ধরনের আচরণ করছে তা জানা নেই। বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী সৌভ্রাতৃত্ব পূর্ন ব্যবহারিক কাম্য কিন্তু একই প্রতিবেশী বা সৌভাতৃত্ব পণ্য ব্যবহার। রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর অনুযায়ী বারবার বিজিবি -র সাথে বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং করার পরেও ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিতে গড়িমসি করছে বাংলাদেশ সরকার এর পিছনে কি কারণ রয়েছে তা আজ অজানা। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামীকাল জেলায় আসছেন বিএসএফের আইজি। এখন দেখার ভারতীয় নাগরিককে ফেরানোর জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার তার দিকেই তাকিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার জেরে উকিল বর্মনের স্ত্রী রীতিমতো বারবার মুর্ছা যাচ্ছেন। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে বিএসএফের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে খুব দ্রুত সমস্যা সমাধানের। শুক্রবার দিন এই ঘটনার পর পরিবারের সাথে কথা বলতে এই এলাকায় যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

ঘর থেকে উদ্ধার গৃহবধূর দেহ, খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৮ এপ্রিল ঃ স্বামীর বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক জেনে গিয়েছিলেন স্ত্রী! 'কাঁটা' সরাতে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর ঘর থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত বুনিয়াদপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম পারুল সরকার। বয়স ৩৬ বছর। তিনি বুনিয়াদপুর পুরসভার বাসিন্দা। মৃতার স্বামীর নাম নয়ন সরকার। দম্পতির একটি নাবালক মেয়ে ও ছেলে রয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পারে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। এমনটাই তাঁদের দাবি। তাঁরাই ঝুলন্ত পারুলকে নামিয়ে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ। এবং মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ, পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে তাদের বাড়ির মেয়েকে। এবিষয়ে মৃত গৃহবধূর ভাই কমল মণ্ডল বলেন, জামাইবাবু প্রতিবেশী এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তা জানতে পারার পর দিদির উপর শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার চালাত নয়ন সরকার ও তাঁর বাবা-মা। দু'দিন আগে দিদি বাড়িতে আসে। আশঙ্কা প্রকাশ করে নয়ন তাঁকে মেরে ফেলবে। কিন্তু দিদিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই। নয়নকেও বোঝানো হয়। তাঁদের আরও দাবি, সন্দেহ দূর করতে ওরা দেহ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় নয়ন, তার বাবা মা-সহ সম্পর্কে থাকা মহিলাও যুক্ত। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে মৃতার পরিবার।

সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০২, তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** জলালগড়ে ডাইরেক্ট রিসেপশন এবং ডিস্প্যাচ সুবিধা সহ ০৩ নং. লাইনের পাশে একটিপণ্য লাইন নির্মাণের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৪,০৩,৭২৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৮২,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** ০৮-০৫-২০২৫ **তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৫-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT

Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block ,CHANDITALA ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work : **SL NO 1 :-NIT no-99/CGP dt 17.04.2025 Tenderid-** 2025_ZPHD_836839_1 **Publish Date-18.04.2025 10.00 AM ; Name of The Work -** Construction of CC Road with Road side Pilling from PWD Rd to Rakhal Majhi at Sansad XI **;;Estimated Amount-Rs.** 252404 **.00**
SL NO 2 :-NIT no-100/CGP dt 17.04.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_836845_1 **Publish Date-18.04.2025 10.00 AM ; Name of The Work -** Construction of Shed at SWM at sansad 10 **;;Estimated Amount-Rs.** 138353 **.00 Completion Time-15 days** .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **25.04.2025, 06.00 PM** ,DATE of opening technical & Financial BID **28.04.2025 , 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

গৃহকোণ

বিছানায় অহেতুক জিনিস কম রাখুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বালিশ কিংবা চাদর সরিয়ে ফেলুন

অহেতুক জিনিস কমান

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই রোজ রোজ বিছানা গোছগাছ করা বিরক্তিকর অনেকের কাছেই। তবুও পরিষ্কার না রেখে উপায় কী! এ কষ্ট অনেকটা কমানো সম্ভব, যদি বিছানায় অহেতুক জিনিস কম থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বালিশ কিংবা চাদর সরিয়ে ফেলুন। শীতকাল শেষ হলে কম্বল বা কমফোর্টার তুলে রাখুন। বিছানায় অতিরিক্ত জিনিসপত্র কম মানে পরিষ্কার করাও সহজ।

অভ্যাস বানিয়ে ফেলুন

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই ছোটেন ওয়াশরুমে, ফ্রেশ হতে। সকালের রুটিনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সকালের কাজগুলো। বিছানা গোছানোও অভ্যাস করে ফেলুন। সকালে ফ্রেশ হয়ে এসেই বিছানা গুছিয়ে ফেলুন। চাদর টেনে সমান করুন, বালিশগুলো গুছিয়ে রাখুন, চাদর ভাঁজ করুন। ব্যাস হয়ে গেল বিছানা গোছানো। প্রতিদিন ফ্রেশ হওয়ার পর কাজগুলো করলে গোছগাছ অভ্যাসে পরিণত হবে। একবার অভ্যাসে পরিণত হলে কাজটাকে আর বিরক্তিকর মনে হবে না।

এক দিন রাখুন পরিষ্কার করার জন্য

প্রতিদিন নিজের বিছানা গুছিয়ে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু প্রতিদিন পুরো ঘর পরিষ্কার করা সম্ভব নয়।

কাজের চাপ ও ক্লান্তি ঠেলে ঘর পরিষ্কার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে কারণে নির্দিষ্ট একটি দিন ঠিক করুন। সেটি হতে পারে সপ্তাহে এক দিন অথবা মাসে দুই দিন। এক দিন পুরো ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। এতে ঘরে ময়লার পাহাড় জমবে না।

কাপড়ের স্তূপ নয়

শোবার ঘর বেশি অগোছালো হয় অপরিষ্কার কাপড়ের জন্য। বাসায় ওয়াশিং মেশিন না থাকলে অনেকে কাপড় জমিয়ে রাখেন এক দিনে সব পরিষ্কার করার জন্য। ঘরের চেয়ার কিংবা বিছানায় কাপড়ের স্তূপ জমে যায় অনেকের। এভাবে কাপড় এক জায়গায় স্তূপ করবেন না বরং হ্যাঙ্গার কিনে কাপড়গুলো ঝুলিয়ে রাখুন। এতে চেয়ার ও বিছানা যেমন থাকবে পরিষ্কার, ঘরেও আলাদা করে কাপড়ের স্তূপ জমবে না। ঝুড়ি কিংবা লন্ড্রি ব্যাগও ব্যবহার করতে পারেন।

জরুরি কাগজপত্র ফেলে রাখবেন না

অনেকেই জরুরি কাগজপত্র, ওষুধ হাতের কাছে রাখার জন্য শোবার ঘর ব্যবহার করেন। চেষ্টা করুন বিছানার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল অথবা ড্রয়ারে সেসব রাখার। এতে জিনিসপত্রগুলো যেমন সহজে পাওয়া যাবে, তেমনই ঘর থাকবে পরিষ্কার। হুট করে প্রয়োজন হলে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

প্রগতি না হলে যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা বাদ দেবে যুক্তরাষ্ট্র

মস্কো, ১৮ এপ্রিলঃ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা না গেলে যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দিনের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা থেকে সরে দাঁড়াবে। আজ শুক্রবার ফ্রান্সের প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে সেখানে ইউরোপীয় ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর একক উদ্যোগে তিন বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা শুরু করলে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ইউরোপের দেশগুলো। এ আলোচনার টেবিলে তারাও থাকতে চায়। তবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সর্বাত্মক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ২০২২ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রচেষ্টা হোঁচট খায়। মার্কো রুবিও বলেছেন, বৃহস্পতিবারের আলোচনায় ইউরোপীয় কর্মকর্তারা সহযোগিতার বিষয়ে খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং গঠনমূলক মতামত দিয়েছেন। এই বৈঠকে রুবিওর পাশাপাশি এ সংকট সমাধানে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও ইউক্রেনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাই, তারা যেন এ আলোচনায় যুক্ত থাকে। আমার মনে হয়, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি আমাদের এই (যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা) বিষয়টি এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে এবং এরপর বিষয়টিকে সমাধানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।' রুবিও বলেন, 'কিন্তু আমাদের এখন এখানেই কয়েক দিনের মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি (সমাধান) সম্ভব কি না।

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন রেলপথ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করিডরের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক চিত্রকে আমূল পরিবর্তন করবে

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে সমগ্র প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা কামনা করছে

কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর নতুন রেললাইন প্রকল্পটি এই অঞ্চলের যোগাযোগ ও পর্যটনের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে এক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ হওয়ার পর, এই রেলপথটি বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির মন্দিরসমূহকে তারকেশ্বরের বিখ্যাত শিব মন্দিরের সঙ্গে নির্বিঘ্নে যুক্ত করবে। এই রেললাইনটি মা সারদা দেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটি এবং যুগপুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের মতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, যা বিশাল সংখ্যক পর্যটকের আগমনের জন্য সুবিদিত।বর্তমানে বিষ্ণুপুরজয়রামবাটিকামারপুকুরতারকেশ্বর পর্যটন সার্কিটটি মূলত সড়ক পরিবহণের উপর নির্ভরশীল, যা শুধু সময়সাপেক্ষ নয়, বরং যাত্রাপথে নানা ঝুঁকিও বহন করে। বর্তমানে হাওড়া থেকে গোঘাট পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে যাত্রা করতে প্রায় ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় লাগে এবং যদি বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলপথ সংযুক্ত হয়, তবে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেই যাত্রা সম্পূর্ণ হবে। অন্যদিকে, হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত সড়ক পথে বাস যাত্রা করতে ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়, যেখানে ইএমইউ ট্রেনে যাত্রা করলে পুরো পথটি ৩ ঘণ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব। হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যাওয়ার ইএমইউ ট্রেনের ভাড়া প্রায় ₹৩০-, যেখানে বাসে যাত্রার জন্য প্রায় ₹১৫০- খরচ হয়।তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ৮২.৫০ কিমি দীর্ঘ রেললাইনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭২.০৭ কিমি (অর্থাৎ ৮৭) অংশ চালু করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে গোঘাট থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত ১০.৪৩ কিমি অংশ চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। তবে ভবাদিঘি পুকুরের নিকটবর্তী ৯০০ মিটার অংশে কাজ ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদের কারণে বন্ধ রয়েছে।

গোঘাট ও জয়রামবাটির মধ্যবর্তী রেললাইন অনিবার্যভাবে ভবাদিঘি পুকুরের একটি ছোট অংশ দিয়ে অতিক্রম করছে। এই অংশটির আয়তন মোট পুকুর এলাকার ১৭.৫ একরের মধ্যে মাত্র ৩ একর, যা ইতিমধ্যেই রেলওয়ের অধিগ্রহণে রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে রেললাইনের অবস্থান বিভিন্ন বাস্তব দিক ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়েছে এবং একে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। রেলওয়ে বারবার এই প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর জোর দিয়েছে, কারণ বিলম্বের ফলে ইতিমধ্যেই প্রায় ২৭০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় এবং ৭ বছরের সময়ের অপচয় হয়েছে। এর পাশাপাশি, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগগুলোও হাতছাড়া হয়েছে।সম্প্রতি, একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে এই প্রকল্পটি একটি বৃহৎ জনগণের উপকারে আসছে এবং এটি জনস্বার্থে পরিচালিত । তাই তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পটি শুরু করতে হবে এবং প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে রেলের সঙ্গে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেল রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে এবং কাজ শুরু করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।সম্পূর্ণ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে এই অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। সরাসরি রেল পরিবহনের মাধ্যমে দ্রুত সংযোগ, কম পরিবহন খরচ, স্থানীয় পণ্যের জন্য বৃহত্তর বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার এবং দূষণমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব হবে।পূর্ব রেল সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ তারকেশ্বরবিষ্ণুপুর রেল করিডরের একটি অভিন্ন স্বপ্ন সফল করতে, স্থানীয় বাসিন্দাসহ সকল পক্ষকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে।

বায়োফিলিক ডিজাইনে যেসব দিক খেয়াল রেখে আমাদের করাত হয়

'বায়োফিলিয়া' শব্দটি প্রথম জনপ্রিয় করেন জীববিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইলসন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বায়োফিলিক ডিজাইন। এটি এমনভাবে নকশা করা হয়, যাতে মানুষ ঘরের মধ্যেই সবুজ প্রকৃতির উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

বায়োফিলিক ডিজাইনে যেসব দিক খেয়াল রেখে করা হয়

প্রাকৃতিক আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার

বায়োফিলিক ডিজাইনের একটি প্রধান উপাদান হলো প্রাকৃতিক আলো। এর মূল লক্ষ্য থাকে, ঘরের ভেতরে যতটা সম্ভব সূর্যের আলো প্রবেশ করানো। এই সজ্জায় দেয়ালে বা ছাদে বড় কাচের জানালা, ঘুলঘুলি ও স্বচ্ছ বিভাজক ব্যবহার করা হয়। ফলে ঘরের উজ্জ্বলতা বাড়ে। সূর্যের আলোয় সেরোটোনিন বা হ্যাপিনেস হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে, তাই মানুষের মনও প্রফুল্ল থাকে। এর ফলে ঘুমের গুণগত মানও উন্নত হয়।

প্রাকৃতিক উপকরণ ও আমেজের ব্যবহার

বায়োফিলিক ডিজাইনে ঘরের আসবাব, দেয়াল, মেঝে বা ছাদে কাঠ, পাথর, বাঁশ, মাটি ও গাছের শেকড় দিয়ে তৈরি উপকরণ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। এমনকি টাইলসেও ব্যবহার করা হয় কাঠ, মাটি বা পাথুরে আমেজ যা যান্ত্রিক জীবনে এনে দেয় প্রকৃতির ছোঁয়া। যেমন কাঠের মেঝে উষ্ণতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়, প্রাকৃতিক পাথরের বাথরুম বা রান্নাঘর একই সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ও টেকসই, হাতে বোনা পাটের গালিচা বা বাঁশের পর্দা ঘরের পরিবেশকে শান্তস্নিগ্ধ করে।

বাড়ির ভেতর গাছপালা

ঘরের মধ্যে ছোট বা মাঝারি গাছ যেমন মনস্টেরা, স্পাইডার প্লান্ট, মানিপ্লান্ট, ফার্ন, পিস লিলি ইত্যাদি রাখলে তা শুধু ঘরের সাজসজ্জাই নয়, বরং বায়ুর মানও উন্নত করে। ঘরে যত সবুজ থাকে, ততই চোখে আরাম পাওয়া যায়। ইনডোর প্লান্ট ঘরের কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখে। চারপাশের সবুজ গাছ চোখের ক্লান্তি কমাতেও সাহায্য করে।

সবুজ দেয়াল

সবুজ গাছের স্তর দিয়ে সাজানো দেয়ালকে বলা হয় লিভিং ওয়াল বা সবুজ দেয়াল। এ ধরনের দেয়ালে জীবন্ত গাছপালা সেঁটে দেওয়া থাকে। গাছপালা উল্লম্বভাবে দেয়ালে মিশে থাকে বলে একে উল্লম্ব বাগান বা ভার্টিক্যাল গার্ডেনও বলা হয়। এতে করে তৈরি হয় একটি শীতল পরিবেশ। দেয়ালে গাছের স্তর থাকার ফলে তা শব্দ শোষণ করে কমায় শব্দদূষণ। এটি দেয়ালের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

অ্যাট্রিয়াম বা খোলা স্থান

ভবনের ভেতর খোলা ছাদ বা অ্যাট্রিয়াম বায়োফিলিক ডিজাইনের অন্যতম উপাদান। বাড়িতে এই বিশেষ খোলা স্থান এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন সূর্যের আলো, বাতাস ও গাছপালা একত্রে উপস্থিত থাকে। অফিস বা বাড়িতে এমন জায়গা কর্মী বা বাড়ির বাসিন্দাদের মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। এ ছাড়া এটিকে কমন স্পেস করা হলে সেখানে খোলা হাওয়ায় মানুষ বসে প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে পারে।

জলধারা ও বহমান জল

বায়োফিলিক ডিজাইনে ঘরের ভেতরে ফোয়ারা বা ছোট জলপ্রপাতের মতো উপাদান যোগ করা হয়। জল প্রবাহিত হওয়ার শব্দ ঘুম ও মনোযোগ আনতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। বহমান জলের কলতান মস্তিষ্কে ডোপামিনের নিঃসরণ বাড়িয়ে ভালো অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাই প্রাকৃতিক অন্দরসজ্জায় এর ভূমিকা বেশ।

কেন বায়োফিলিক ডিজাইনে সাজাবেন বাড়ি

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাস করলে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। কাজে উদ্যম আসে। কমে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। এমনকি বাড়িতে প্রাকৃতিক আবহ তৈরি করলে তা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে।

শিশুদের মধ্যে মনোযোগ ও শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যদি সে সবুজের ভেতর বেড়ে ওঠে। বর্তমান নাগরিক জীবনে বায়োফিলিক ডিজাইন কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি মানুষের মানসিক, শারীরিক ও আবেগীয় সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকারি প্রাকৃতিক পন্থা। শহুরে যান্ত্রিক জীবনে প্রকৃতির অনুপস্থিতি আমাদের যেভাবে প্রভাবিত করছে, তার সমাধান দিতে পারে অন্দরসজ্জার এই ধরন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করলেন মেয়র

আগরতলা, ১৮ এপ্রিলঃ রাজধানী আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে আইজিএম চৌমুহনী পর্যন্ত স্মার্ট সিটি প্রকল্পে কভার ড্রেনের কাজ হবেই। কেউ বাধা দিলে আইনি পথেই তা মোকাবিলা করা হবে। শুক্রবার সংশ্লিষ্ট রোডের কভার ড্রেনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে একথা জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। নিজ বাড়ির সামনে কভার ড্রেনের নির্মাণ কাজে বাধা দিচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন। এমনটাই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।প্রভাবশালী ব্যক্তির বাধা দানের ফলে নির্মাণ কাজ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে আইজিএম চৌমুহনী পর্যন্ত নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজ পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। সাথে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার তথা পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমার এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজের ইঞ্জিনিয়াররা। এদিন মেয়র সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। মেয়র জানান, স্মার্ট সিটি লিমিটেড, আগরতলা পুর নিগম, নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলার বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কভার ড্রেনের নির্মাণ কাজ চলছে। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীন এই কাজ ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে আইজিএম চৌমুহনী পর্যন্ত চলছিল। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন এই নির্মাণ কাজে বাধা দেন। মেয়র আরো জানান, কেন তিনি বাধা দিলেন তা জানা যায়নি। তিনি আরো জানান, সামনেই বর্ষা আসছে।

হুগলির পান্ডুয়ায় মত্ত ভিলেজ পুলিশের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত দুই

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া হুগলি, ১৮ এপ্রিলঃ দ্রুত গতিতে শিবিরাই কালীতলা সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে রাস্তার বাঁদিকে একটি ফুল গাছে ধাক্কা মারে, তারপর রাস্তার ডানদিকে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি আম গাছে। মত্ত ভিলেজ পুলিশের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত দুই। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হুগলির পান্ডুয়ার শিখিরা চাপতা পঞ্চায়েত এলাকায়। আহত গৌরী মালিক (৫৪) এবং প্রদীপ মালিক (৩৮) কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তদন্ত করে অভিযুক্ত গৌতম দাসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে পান্ডুয়ার শিখিরা চাপতা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাপারুই মোড় থেকে আবিরের দিকে যাচ্ছিল একটি চার চাকা গাড়ি। চার চাকা গাড়িটি চালাচ্ছিলেন পাণ্ডুয়া থানায় কর্মরত ভিলেজ পুলিশ গৌতম দাস। অভিযোগ, গৌতম মত্ত অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'একজন পুলিশের লোক হয়ে মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার শাশুড়ি ও দেওরকে ধাক্কা মারে গাড়িটি।' অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেছেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পান্ডুয়া থানার পুলিশ। চারচাকা গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে এবং অভিযুক্ত গৌতম দাসের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাস্তার বাঁদিকে একটি বাড়ির উঠোনে বসেছিলেন বছর গৌরী ও প্রদীপ। গুরুতরভাবে জখম হন দু'জনেই। গৌরী মালিকের বুকে ও মাথায় আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দু'জনকে উদ্ধার করে মগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রদীপ মালিককে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেও গৌরী মালিককে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, বৃহস্পতিবার রাতে কোনও পার্টিতে মদ্যপান করেছিল। এরপরে গাড়ি চালিয়ে যখন ফিরছিল, তখন ধাক্কা মারে।

DATE OF BIRTH CHANGE

I, SHOBHA DEVI, daughter of Ramnarayan Sah & wife of Nitish Kumar, (D.O.B. 05/12/1984), residing at Near SD High School, Sirsia, Hanumanganj, Araria, Bihar-854334, India, That my correct and true date of birth is **05/12/1984** which is recorded and appeared in my Aadhaar Card & PAN Card and in my School Marksheet lying with Bihar School Examination Board, Patna, vide SL. No. 4205698, Roll Code: 11211 Roll No. 0167. That in the record of Bihar Regiment JC/Army No. JC563234F wherein my date of birth is showing as 15/12/1986 instead and in place of my actual, true and complete date of birth is 05/12/1984 as per mentioned in my aforementioned Aadhaar card and Pan card and school record. That henceforth I sworn this affidavit for the purpose of showing my actual, true and complete date of birth is 05/12/1984 which is evident and authentic before any competent authority as and when required. Vide Affidavit before the CJM Court, Kolkata-1. Solemnly affirmed and declared before me at Calcutta No. 3159 on 16th April 2025.

Name Change

I Hirendra Nath Chakraborty Son of Late Hiralal Chakraborty,resident of ward no-6,muradihi colony,P.O+P.S-Sainthia, Dist-Birbhum,Pin-731234. Do hereby declare that I have Changed my name from Hirendra Nath Chakraborty to Hiranyalal Chakraborty and hence forth I shall be known as Hiranyalal Chakrabortry in all purpose, vide affidavitno.630 Dt. 16/04/25 shown before the Notary Public at Suri on 16/04/2025.Hiranyalal Chakraborty and Hirendra Nath Chakraborty both are same and one identical person.

Name Change

I, Ali Ahamad Chowdhury S/o Johad Chowdhury resident of Vill.-Salu, P.O.-Salu, P.S.-Salar, Dist.-Murshidabad, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ALI AHAMAD CHOWDHURY instead of FIROZE CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M at Berhampore, Murshidabad on 15/01/2025. ALI AHAMAD CHOWDHURY and FIROZE CHOUDHURY both are same and one identical person.

Name Change

I, NAJIR HOSSEN SHAIKH (Old Name) S/O SK MOKTAR HOSSAIN Residing at Vill-Talchini, P.O.-Shashinagar, P.S.-Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713146, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHAIKH NAZIR HOSSAIN (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 17-04-2025. NAJIR HOSSEN SHAIKH (Old Name) and SHAIKH NAZIR HOSSAIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SHAIKH MUKTAR HOSSEN (Old Name) S/O SK RAHIM BAKS Residing at Vill-Talchini, P.O.-Shashinagar, P.S.-Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713146, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK MOKTAR HOSSAIN (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 17-04-2025. SHAIKH MUKTAR HOSSEN (Old Name) and SK MOKTAR HOSSAIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, DASHARATH BASAK and DHASARAT BASAK (Old Name) S/O Late RASARAJ BASAK Residing at Chanda Panchita, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DASARAT BASAK (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 17-04-2025. DASHARATH BASAK and DHASARAT BASAK (Old Name) and DASARAT BASAK (New Name) both are same and identical person.

গ্রামের বেকার যুবক যুবতিদের ও মহিলাদের স্বনির্ভরের আলো দেখাচ্ছে অ্যাবাকাস

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ,১৮ এপ্রিলঃ গরিব পরিবার ও বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে অ্যাবাকাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মনির্ভরতার আলো। আর সেই আলোর দিশারী হয়ে উঠেছে অ্যাবাকাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি । গরীব পরিবার ও বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বিনামূল্যে মুরগি,মুরগি প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিচ্ছে। শুধু একবার নয় বছরে ৪ থেকে ৫ বার এই সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। যাতে স্বনির্ভরতার পথ আরো মজবুত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের আটটি জেলায় এই প্রকল্প চালু রয়েছে। ধীরে ধীরে রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও এই কার্যক্রম চালু হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার কর্মকর্তারা। দেশি ,সোনালী আরো বিভিন্ন জাতের মুরগির প্রতি পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং বিনামূল্যে দেওয়া হয় মুরগির বাচ্চা ও খাবার। এর ফলে গ্রামের মানুষেরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রকল্পের বিশেষত্ব হলো এটা শুধুমাত্র এককালীন সুযোগ নয়, বছরে একবার শুধু বাচ্চা ও খাওয়ার দেওয়া নয় বছরের ৪-৫ বার এই , সুবিধা প্রদান করা হয়। যাতে প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিরা সারা বছর আয় করতে পারেন। সদস্যপদ গ্রহণ করলে মিলবে সুযোগ। অ্যাবাকাস সংস্থার, এই সুবিধা পেতে গেলে সদস্যপথ গ্রহণ করতে হবে। সদস্যপদ গ্রহণ করলে শুধু মুরগি প্রতিপালনই নয় সংস্থার অন্যান্য প্রকল্পগুলির পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই প্রকল্প অংশগ্রহণ করতে গেলে চারজনের একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে কেউ যদি একক ভাবে মুরগি প্রতিপালন করতে চান, সেই ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যাবে। সংস্থা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে। যাতে করে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সফলভাবে স্বনির্ভর হতে পারে। অ্যাবাকাস সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামের গরীব মানুষ ও বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আমাদের শুধু আর্থিক সাহায্য দেওয়া নয়। বরং এমন একটি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে করে গ্রামের মানুষেরা নিজেরাই আয় করতে পারেন এবং নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে পারে। সংস্থার পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়েছে বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। আরো বিভিন্ন জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চালু করা হবে, যাতে করে আরো বেশি মানুষ উপকৃত হতে পারে।

জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া হেক্টরের জন্য 'মিডনাইট কার্নিভাল' চালু করেছে, লন্ডন ভ্রমণের সুযোগ সহ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ গাড়ি কেনার অভিজ্ঞতাকে সুবিধাজনকভাবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে, জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া তার ফ্ল্যাগশিপ এসইউভি, অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন ক্যাম্পেইন উন্মোচন করেছে এমজি হেক্টর 'মিডনাইট কার্নিভাল'। এই এক্সক্লুসিভ ক্যাম্পেইন গ্রাহকদের সীমিত সময়ের জন্য প্রতিসপ্তাহান্তে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোলা শোরুমগুলিতে আমন্ত্রণ জানায়। এই অফার সময়কালে, ২০ জন ভাগ্যবান এমজি হেক্টর ক্রেতালন্ডনের একটি স্বপ্নের ভ্রমণ জিতবেন, সাথে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ সুবিধা পাবেন। অফার প্রোগ্রাম চলাকালীন, জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া গাড়ি কেনার উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য মূল্যবান অফারের একটি সিরিজ নিয়ে আসছে। নতুন হেক্টর ক্রেতারা স্ট্যান্ডার্ড ৩ বছরের ওয়ারেন্টির পাশাপাশি ২ বছর ১ লক্ষ কিমি পর্যন্ত অতিরিক্ত ওয়ারেন্টি এবং ২ বছরের অতিরিক্ত রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স পেতে পারেন, যা ৫ বছর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মালিকানার নিশ্চয়তা দেয়। ক্যাম্পেইনটি বর্তমানে নিবন্ধিত হেক্টর গাড়ির জন্য ৫০ আরটিও খরচ সুবিধা এবং এমজি অ্যাকসেসরিজে অ্যাক্সেসও অফার করে। এই ধরনের উদ্যোগগুলি এমজি মোটর ইন্ডিয়ার ক্রমবর্ধমান এসইউভি উৎসাহী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে।

ক্যাম্পেইন সম্পর্কে মন্তব্য করে, জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার হেড অফ সেলস, রাকেশ সেন বলেন, ''এমজি হেক্টর সবসময়ই ভারতের এসইউভি প্রেমীদের পছন্দের মডেল, এবং আমাদের মিডনাইট কার্নিভাল এই উত্তরাধিকারের একটি অনন্য উদযাপন। অপ্রতিরোধ্য অফারের সাথে স্মরণীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে, আমরা আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত গ্রাহকদের জন্য কিছু সত্যিই বিশেষ অংশ হওয়ার সুযোগ তৈরি করছি। ২০১৯ সালে ভারতের প্রথম ইন্টারনেট এসইউভি হিসেবে লঞ্চ হওয়া এমজি হেক্টর প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং স্টাইলের একটি আকর্ষণীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে মানদণ্ড উঁচু করে চলেছে।

এটি ডুয়াল-পেন প্যানোরামিক সানরুফ, একটি নিমগ্ন ৩৫.৫৬ সেমি (১৪-ইঞ্চি) এইচডি ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ৭০ কানেক্টেড কার ফিচার এবং একটি অ্যাডভান্সড এডিএএস স্যুটের মতো শ্রেণীতে শীর্ষস্থানীয় ফিচার নিয়ে গর্ব করে, যা একটি সত্যিকারের বুদ্ধিমান এবং স্বতন্ত্র ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

হামলায় পরিবারের ১০ সদস্য নিহত

গাজা, ১৮ এপ্রিলঃ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় একই পরিবারের ১০ জনসহ ১৫ জন নিহত হয়েছেন। রাতে ইসরায়েলের আলাদা দুই হামলায় এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, 'আমাদের কর্মীরা ১০ জনের মরদেহ এবং অনেক মানুষকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের পূর্ব দিকের বানি সুহাইলা এলাকায় ইসরায়েলি দখলদারি বাহিনীর হামলার শিকার হওয়া বারাকা পরিবারের বাড়ি ও আশপাশের বাড়িগুলো থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে।'

বাসাল পরে ঘোষণা দিয়েছেন যে উত্তরাঞ্চলীয় গাজার তাল আল-জাতার এলাকায় আলাদা আরেকটি হামলা হয়েছে। দুটি বাড়িতে এ হামলার ঘটনায় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা পাঁচটি মরদেহ উদ্ধার করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করেনি।

নাদনঘাটে বিকল্প ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৮ এপ্রিল ঃ জনসাধারণের নিরাপদ চলাচলের জন্য বিকল্প ব্রিজ নির্মাণের পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট এলাকায় পুরনো ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তবে সেই ব্রিজটি এখন এতটাই জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যানবাহন ও মানুষের চলাচল বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ফলে বিকল্প একটি ব্রিজ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের উদ্যোগে নাদনঘাট এলাকায় একটি পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক শিবদাস দাস। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ রাজকুমার পান্ডে, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু দাস, উপপ্রধান কামাল উদ্দিন শেখ, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মী ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা। পরিদর্শনের সময় রাজকুমারবাবু বলেন, এই ব্রিজটি ১৯৮০ সালের দশকে নির্মিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে ব্রিজটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে অচল প্রায় হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষের যাতায়াত ও যান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণেই বিকল্প ব্রিজ নির্মাণের ভাবনা নেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত নতুন ব্রিজটি আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হবে, যা স্থানীয় মানুষের দীর্ঘ মেয়াদ নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত করবে। ভবিষ্যতে এই ব্রিজ ঘিরে এলাকার সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

কাঁচের বস্তার আড়ালে পাচার হচ্ছিল কোটি টাকার বার্মাটিক কাঠ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল ঃ কাঁচের বস্তার আড়ালে পাচার হচ্ছিল বার্মাটিক কাঠ। গোপনসূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সেই কাঠ উদ্ধার করে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্তারা। শুক্রবার ভোরে কালচিনি ব্লকের নিমতি ৩১ নং জাতীয় সড়কে একটি ট্রাককে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিমতি রেঞ্জের আধিকারিক ও বনকর্মীরা। তল্লাশি চলাকালীন সেই ট্রাকে থাকা কাঁচের বস্তা সরিয়েই যেন চক্ষু চড়কগাছ বনদফতরের কর্মীদের। সেই কাঁচের বস্তার আড়ালেই ছিল কোটি টাকার বার্মা টিক। অপরদিকে, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ির দুই চালক। টেকসই কাঠ বলে পরিচিত এই বার্মা টিক কাঠ। নানান আসবাবপত্র সহ কাঠ শিল্পের নানান কাজে ব্যবহৃত হয়, ফলে দেশজুড়ে এর চাহিদাও অনেকটাই বেশি বলে বনদফতর তরফে জানা গিয়েছে। বনদফতর সূত্রে খবর, এই উদ্ধারকৃত কাঠ অসম থেকে নিমতির ৩১ নং জাতীয় সড়ক হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। বর্তমানে কাঠ বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর। বন আধিকারিক বাইরে থাকায় কাঠের সঠিক মূল্য জানা যায়নি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের এক্সট্রাপাওয়ার ফ্লিট কার্ড লয়্যালটি প্রোগ্রাম, স্কোচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড

১৮ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান অয়েলের ফ্ল্যাগশিপ এক্সট্রাপাওয়ার ফ্লিট কার্ড লয়্যালটি প্রোগ্রামকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন - বিজনেস প্রসেস ট্রান্সফরমেশন বিভাগে 'স্কোচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ১০০ তম স্কোচ শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থাপিত এই পুরস্কারটি পরিবহন ও সরবরাহ খাতের

জন্য উদ্ভাবন এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল সমাধান প্রদানে ইন্ডিয়ান অয়েলের টেকসই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়। এই কর্মসূচিটি একটি নিরাপদ নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রযুক্তি-সক্ষম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ফ্লিট অপারেটরদের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনাকে রূপান্তরিত করেছে। টিম ইন্ডিয়ান অয়েল স্কোচ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি মিঃ সমীর কোচারের কাছ থেকে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। স্কোচ অ্যাওয়ার্ডগুলি ভারতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিগুলির মধ্যে একটি, যা শাসন, অর্থ, প্রযুক্তি এবং সামাজিক প্রভাবে উৎকর্ষতা উদযাপন করে। ইন্ডিয়ান অয়েলের নির্বাচন একটি কঠোর বহু-পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছে, যার সমাপ্তি ঘটে ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে একটি চূড়ান্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে। এই বছরের পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। XTRAPOWER ফ্লিট কার্ড প্রোগ্রাম ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ ফ্লিট অপারেটরদের জন্য একটি বিশ্বস্ত সমাধান হিসেবে অব্যাহত রয়েছে, যা জ্বালানি ক্রয় এবং কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করার জন্য রিয়েল-টাইম নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা এবং মূল্য সংযোজন সুবিধা প্রদান করে।

জাতীয় সড়ক সংস্কারের জেরে সিকিম ও শিলিগুড়ি রুটে ব্যাহত যানচলাচল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ বর্ষার আগে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সংস্কারের কাজ শুরু। তার জেরে সিকিম ও শিলিগুড়ির লাইফ লাইনে ব্যাহত যান চলাচল। জাতীয় সড়কে লম্বা লাইন পড়েছে। গাড়ি ছাড়ছে এক ঘণ্টা পরপর। বড় গাড়ি ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ। শুক্রবার ও শনিবার শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও সিকিমে সড়ক যোগাযোগের মূল ভরসা ঘুরপথ। গত বছর বর্ষার সময় বৃষ্টির জেরে ধসে জেরবার হয় বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বারবার ধস নামে। মাঝে মধ্যেই বন্ধ রাখতে হয় যান চলাচল। গত বছরের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই জাতীয় সড়ক মেরামতের কাজ শুরু করল ন্যাশনাল হাইওয়ে'জ অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। বড় গাড়ি ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ। তবে পর্যটক, নিত্যযাত্রী বোঝাই ছোটো গাড়ি ও বাস চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে তা এক ঘণ্টা পরপর গাড়ি চলছে। ভিড় এড়াতে একমাত্র ভরসা ঘুরপথ। শিলিগুড়ি পর সেবক হয়ে গাড়িগুলিকে গরুবাথানের পথ ধরে লাভা, আলগাড়া, ২১ মাইল হয়ে কালিম্পংয়ে যাতায়াত করা যাবে। ২১ মাইল, ১৭ মাইল, রংপো হয়ে সিকিম যাওয়ার পথ খোলা রয়েছে। পথে তা অনেকটাই ঘুরপথ বলে মনে করেন চালকরা।

ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুইজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনজেপি থানার পুলিশ চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল রাতে এনজেপি থানার পুলিশ তাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ১৯.০৯০ গ্রাম সোনার চেইন উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৯ তারিখে ভক্তিনগর থানার অধীনে থাকা চাইনিজ অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা প্রকাশ বাজাজ ভক্তিনগর থানায় একটি প্রতিবেদন দায়ের করেছিলেন যে, সন্ধ্যায় যখন তার মা সুধা বাজাজ হাঁটছিলেন, তখন দুই অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত তার উপর হামলা চালায়। তারা প্রায় ২০ গ্রাম ওজনের একটি সোনার চেইন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। মামলা দায়ের পর পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অবশেষে উভয় অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামিদের নাম মোহাম্মদ সৌরভ। আর অনু হলো সূত্রধর। দুজনেই এনজেপি থানার অন্তর্গত শক্তিনগরের বাসিন্দা। পুলিশ এদিন তাদের দুজনকেই আদালতে হাজির করে।

ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার সিনেমা হলগুলি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ ডিজিটাল জেনারেশানের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ইন্টারনেটের প্রভাবে বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম সিনেমা হল। সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিন দিনাজপুর জেলাতেও বহু সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কোন কোন সিনেমা হল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এখন। এমন কিছু সিনেমা হল এর সন্ধানে বেরিয়ে ধরা পড়লো কিছু ছবি। দর্শক না থাকার দরুন দিনের পর দিন লোকসানে পড়া বিভিন্ন সিনেমাহলের মালিক কর্তৃপক্ষ। এক এক করে বহু পুরাতন সিনেমাহল গুলি বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে বছরের পর বছর সিনেমা হলের বহু কর্মী কাজ হারিয়ে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর সহ বুনিয়াদপুরে ছিল অনেক সিনেমা হল। সে আজ থেকে বছর দশেক আগেকার কথা। ওই সময় এইসব সিনেমা হল গুলিতে রমরমা বাজার ছিল। সারাদিন কাজের পর সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার মজাটাই ছিল আলাদা। আর এইসব সিনেমা হল গুলিতে বহু কর্মী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু সে সব এখন ইতিহাস। সময়ের সাথে বদলাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। হলে গিয়ে সিনেমা দেখার জায়গাটা আজ করে নিয়েছে সিরিয়াল। ইন্টারনেটের যুগে সিনেমা হলে গিয়ে টানা তিন ঘন্টা এক জায়গায়

বসে সময় নষ্ট করার পাশাপাশি পয়সা খরচ না করে ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ঘরে বসে পছন্দ অনুযায়ী সিনেমা দেখার জন্য আজ আর সিনেমা হলে দর্শক পাওয়া যায় না। তাই বছরের পর বছর লোকসান হতে হতে আজ এইসব এলাকার বহু সিনেমা হল গুলি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন হলের মালিক কর্তৃপক্ষ। তার বদলে সেই সিনেমা হল গুলি পরিণত হয়েছে গুদামে। আর জেলার কয়েকটি এলাকার সিনেমা হলগুলি দর্শক না হওয়ায় টিপটিপ করে লন্ঠনের আলোর মতো চলছে। বুনিয়াদপুরের এক বিনোদন প্রেমী বিশ্বপ্রীয় সাহা দুঃখের সাথে জানান, আগে প্রচুর মানুষ সিনেমা হলে আসতো সিনেমা দেখতে কিন্তু এখন আর আসে না তার কারণ একটাই এখন ভালো কোনো সিনেমা তৈরি হচ্ছে না সমস্ত তাই হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক। তাই গ্রাম বাংলার মানুষরা এই সিনেমা দেখতে আর আসছে না সিনেমা হলে। এর পাশাপাশি হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট মোবাইল এবং ইউটিউব চলে আসায় নিত্যনতুন সিনেমাটা তারা পেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাই আর তাদের আসতে হচ্ছে না সিনেমা হলে ফলে আজ সিনেমা হল গুলি ঢুকতে বসেছে। আগামীতে লাভের মুখ না দেখতে পেলে সিনেমা হল গুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হল মালিকের একাংশ। অপরদিকে জেলার বুনিয়াদপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী গৌরী সিনেমা হলের মালিক ফান্টু সেন জানান কতদিন তারা আর লোকসানে বিনোদন দিবেন মানুষকে নিজেদের ঘরের পয়সা ঢেলে। কারণ একটা সিনেমা আনতে যেমন প্রচুর খরচ সাপেক্ষ তেমনি সারা মাসে সিনেমা চালিয়ে তার সিকিভাগও লাভ উঠে আসে না। তাই বাধ্য হয়ে সিনেমা হল তারা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু কিছুই করার নেই প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে গেছে এখন সেই সিনেমা হলে মালপত্র রাখা হয়। অপরদিকে জেলার এক উঠতি যুবক শান্তনু ঘোষ জানান, একটা সময় তারা বাড়ির সকলে মিলে এসে সিনেমা হল গুলিতে সিনেমা দেখতে আসতো কত মজা হত কিন্তু আজ সেই মজা নেই কারণ এখন সেই সিনেমা হল গুলি আগের অবস্থায় নেই। পাশাপাশি হাতের মুঠোয় এখন ইন্টারনেট মোবাইল চলে আসায় এখন সব সিনেমায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখে ফেলছে ফলে সিনেমা মুখী হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে মানুষের মধ্যে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। অপরদিকে বর্তমানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে জেলার বুনিয়াদপুর গৌরী সিনেমা হলের পাশে দীর্ঘদিন ধরে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানদার নিতাই সরকার জানালেন তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে এই সিনেমা হলের পাশে দোকান করছেন একটা সময় প্রচুর মানুষ সিনেমা দেখতে আসতো তার চোখে দেখা হিমশিম খেতে হত মানুষকে লম্বা লাইনে টিকিট কাটার ধুম ছিল আলাদাই কিন্তু আজ সেই সব হারিয়ে গেছে এখন হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন দর্শক ভীড় জমান সিনেমা হলে। একটা সময় নির্জন জায়গায় টানা তিন ঘন্টা সকলের অজান্তেই প্রেমিক - প্রেমিকাদের উৎসাহ জোগাতে নির্জন জায়গায় টানা তিন ঘন্টা নিরিবিলি তে প্রেমিক যুগল সিনেমা দেখার জন্য বক্সের ভাড়া ছিল আকাশ ছোঁয়া। এইভাবে লোকসান ঠেকাচ্ছিলেন হল কর্তৃপক্ষরা। কিন্তু সেখানেও বাধা দিল পুলিশ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সিনেমা হল গুলির ওইসব বক্সে রেট করে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছে অনেক প্রেমিক প্রেমিকাও। সব মিলেয়ে বর্তমানে সিনেমা হল গুলি এখন ধুঁকছে।

পদার্থ বিদ্যায় গবেষণায় সাফল্য বিশ্বভারতীর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৮ এপ্রিল ঃ মৌলিক পদার্থ বিদ্যা গবেষণায় সত্তরটি দেশের গবেষকরা ব্রেক থ্রু পুরস্কারে ভূষিত হন। সেই গৌরবের শরিক বিশ্বভারতীও। সার্ন লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে কাজ চলেছে এটলাস, সি এম এস, এ্যালিস এবং এল এইচ সি বি। সেই কাজ আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এ্যালিস হলো কোয়ার্ক গ্লুয়ন প্লাজমা নিয়ে গবেষণা। বাকি তিনটিও পদার্থ বিদ্যার গবেষণা। গর্বের বিষয় বিশ্বভারতীর পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক মানস মাইতি এবং তাঁর দুই ছাত্র ড. সন্দীপ ভৌমিক ও ড. তন্ময় সরকার এই সার্নের এই গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। পদার্থ বিদ্যা গবেষণায় সার্নের নাম এক উজ্জ্বল জোতিষ্কের মতো। ২০১২ সালে ঈশ্বর কনা এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোড়ন সৃষ্টি করে। সার্নে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব করেন ড. মানস মাইতি। প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে মানস চক্রবর্তী কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় সার্ন থেকে মানসবাবুর নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে মানসবাবু তাঁর জয় হাসিল করেন।

অভয়া ক্লিনিক জুনিয়র চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকায় অভয়া ক্লিনিক খুলতে চলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের সদস্যরা। সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান এলাকায় এই ক্লিনিক খোলা হবে। জানা গেছে, শুক্রবারই রাতে কলকাতা থেকে রওনা দিচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। উল্লেখ্য, ওয়াকফ ইস্যুতে গত শুক্রবার থেকে অশান্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একাংশ। মানুষ আক্রান্ত, তিনজনের মৃত্যুও হয়েছে। এছাড়া ঘর-বাড়ি পোড়ানো থেকে শুরু করে ভাঙচুর, পুলিশের ওপরও হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির খড়িবাড়িতে একটি ট্রাক একটি যাত্রীবাহী বাসকে ধাক্কা দিলে তিনজন গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়িতে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসকে ধাক্কা দেয়। একটি ই-রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় বাসে থাকা ৩ যাত্রী আহত হন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাক চালক পলাতক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিড ডে মিলের খাবারের একঘেঁয়েমি কাটাতে রাঁধুনিদের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল ঃ মিড ডে মিলের খাবারের মেনুতে একঘেঁয়েমি কাটাতে ও খাবারের গুণমান বজায় রেখে পড়ুয়াদের সঠিক পুষ্টির যোগান দিতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থার মাধ্যমে মিড ডে মিলের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই প্রথম স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্কুলের ৪০ জন মিড ডে মিলের কুক বা রাঁধুনি ও সহকারীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং,

বর্ধমান উত্তর মহকুমাশাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস প্রশিক্ষণ শিবিরে পরিদর্শনে আসেন। জানা গেছে, রাজ্য সরকার অনুমোদিত হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থার স্টেট ইন্সিটিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা আহরণ এর সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মী ও সহকারী কর্মীদের নিয়ে পাঁচ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মূলতঃ, রান্নার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কি কি করণীয় সেগুলি শেখানো হবে কর্মীদের। পাশাপাশি, স্কুলের মিড ডে মিলের জন্য সীমিত বরাদ্দের মধ্যে রান্নার স্বাদ বদল করে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। খাবারের গুণগত মান বজায় রাখার পাশাপশি, পর্যাপ্ত পুষ্টির দিকটি গুরুত্ব দিয়ে কিভাবে গতানুগতিক মেনুতে বদল আনা যায় সেই বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। সংস্থার অধ্যক্ষ নিলয় ধর জানান, রান্নার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে পুষ্টিগুণ বজায় রাখা সম্ভব। এছাড়া, সাধারণ শাকসবজির মাধ্যমেও পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টির যোগান দেওয়া যায়। এছাড়া, রান্নার ক্ষেত্রে হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা একটি বিশেষ দিক। মিড ডে মিলের রান্নার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ থাকে সেই বাজেটের মধ্যেই পাঁচ দিনে পাঁচ রকমের পদ শেখানও হবে। এরফলে, পড়ুয়াদের কাছে বিভিন্ন রকমের খাবার তুলে দেওয়া যাবে। মিড ডে মিলের খাবারের একঘেঁয়েমি কাটিয়ে পড়ুয়াদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে সঠিক পুষ্টির যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। জেলাশাসক আয়েশা রানী এ জানান, পি এম পোষণ আওতায় মিড ডে মিলের রাঁধুনি এবং সহকারীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি স্কুলের কর্মীদের বাছাই করে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। আগামীদিনে আরও স্কুলের কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এতদিন মিড ডে মিলের কর্মীরা নিজের মতো করে রান্না করতেন। তাদেরই হোটেল ম্যানেজমেন্ট সংস্থার মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ফলে, আরও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণে ড্রোন এবং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে

মালিগাঁও, ১৮ এপ্রিল ঃ মূল্যবান রেলওয়ে সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে একটি বড় প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে,

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) রেলওয়ে জমিকে অবৈধ কার্যকলাপ এবং দখল থেকে রক্ষা করার জন্য এআই-চালিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, জোনজুড়ে রেলওয়ে জমির উপর নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ জোরদার করার জন্য ৪৫ টি ড্রোন ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য, বর্তমানে নিবেদিতপ্রাণ এআই-ভিত্তিক সফ্টওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। এই উন্নত ব্যবস্থাটি আকাশ জরিপ পরিচালনা করে এবং রেলওয়ে জমির উপর অননুমোদিত দখলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে নতুন করে দখল - যেমন কুঁড়েঘর, বাড়ি, ভবন এবং অন্যান্য অননুমোদিত কাঠামো সনাক্ত করতে সক্ষম করবে। রেলওয়ে সম্পত্তি থেকে অননুমোদিত দখলদারিত্ব অপসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে, এন.এফ. রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) এই বছরের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে ২১০টি রেলওয়ে কোয়ার্টার সফলভাবে খালি করেছে। এছাড়াও, ২৭ টি অননুমোদিত নরম কাঠামো, ৪টি অননুমোদিত দোকান এবং বেশ কয়েকটি অননুমোদিত কাঁচা কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছে। আরপিএফ কর্মী, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় নিউ গুয়াহাটি এবং পান্ডু এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়েছে। রেলওয়ে জমি থেকে অননুমোদিত দখলদারদের সফলভাবে অপসারণের পর, পরবর্তী পর্যায়ে 'মিশন ২৫০' নিউ গুয়াহাটি রেলওয়ে কলোনির আরও ২৫০ রেলওয়ে কোয়ার্টার অননুমোদিত দখলদারদের কাছ থেকে খালি করার জন্য শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল নিউ গুয়াহাটি রেলওয়ে কলোনি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা এবং এটিকে তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহারে পুনরুদ্ধার করা। নিউ গুয়াহাটিতে খালি করা রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলির দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা এবং আরও ভাল ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, বেশ কয়েকটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রেলওয়ের কর্মীদের জন্য আরও প্রশস্ত এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার জন্য দুটি টাইপ-১ কোয়ার্টারকে বৃহত্তর টাইপ-২ ইউনিটে একত্রিত করা। বর্ধিত নিরাপত্তার জন্য, সম্পত্তি এবং বাসিন্দা উভয়কেই সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিটি চার-ইউনিট ব্লকে বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, হাঁটার পথ এবং ছোট পার্কের উন্নয়ন একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে উন্নীত করবে এবং কলোনির নান্দনিক আবেদন উন্নত করবে, কর্মীদের বসবাসকে উৎসাহিত করবে এবং কলোনির কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করবে।

প্লাস্টিকের ব্যাগে নবজাতক শিশু, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ মাল্লাগুড়ি এলাকায় প্লাস্টিকের ব্যাগে নবজাতক শিশু। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, শুক্রবার মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরের কাছে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। লোকজনের সন্দেহ হলে তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তির ব্যাগ তল্লাশি করে। ব্যাগ থেকে একটি জীবিত নবজাতক শিশুকে উদ্ধার করা হয়। এরপরই নবজাতককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নবজাতকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ। পুলিশ নবজাতকের পরিবারের খোঁজ শুরু করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৫, তারিখ ১৬.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৫-এর প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে বিভিন্ন ট্র্যাক রিনিউয়াল কাজ টিআরআর (পি)-৪৪.৮৪১ কিমি, সিটিআর-৪০.১১৯ কিমি, সিটিআর-২৩.৭১২ কিমি, টিআরআর-৩০ সেট, টিএফটিআর - ১৮.১৪৫ কিমি, টিটিআর - ১১৪ সেট এবং টিআরআর (পি) - ৩৮.৬১৩ কিমি সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৫৮,৫০,৪১৭.৭২ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,২৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ০৯.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলা ঃ** টেন্ডার বন্ধের পর যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (HWH-35/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE GOCHHATI GRAM PANCHAYAT GOCHHATI:SONAKHALI: DASPUR

NOTICE INVITING E–TENDER

The separate tenders are invited by the undersigned for the 7(Seven)Nos. similar works. Source of Fund: 15th C.F.C (25-26). Last Date of downloading of documents (online) **23-04-2025 till 11.00 A.M.** Opening date of Technical & Financial Bid (online) **25-04-2025 from 2.00 P.M** onwards. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gochhati Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২১ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১১-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহারে- ১৪০ টি ক্রেনের জন্য ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কাভার্ড শেড এবং সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৩,৮১,৪২২.২৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৬৬,৯০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার- তেজনারায়ণপুর- সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন আরজিএম সাইডিং ২ স্টেশনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২০,৭১,৮৯৩.৪৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,১০,৪০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দুই বছরের জন্য সিনিয়র ডিইএন/II -এর এখতিয়ারাধীন পূর্ণিয়া জং, ফোর্বসগঞ্জ জং, জোগবানী, আররিয়া কোর্ট, রানীপাত্র, জলালগড়, আররিয়া, বাথনাহা, দালান, কসবা, সিমরাহা, দণ্ডখোড়া, সোনাইলি, ঝাউয়া, সালমারি, কাচনা, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কুরেঠা ও রাধিকাপুর ইত্যাদিতে ফিল্টার প্ল্যান্টের জল সরবরাহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২২,৪৯,৯৫৯.৫৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,১১,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সুকনা-দার্জিলিং:- এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সেকশন) পর্যন্ত কোয়ার্টারের সম্পূর্ণ মেরামত এবং রঙ করা (মোট = ১০০ ইউনিট)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,০৫,৭১,২১২.০৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,৫২,৯০০/- টাকা; উপরের সমস্ত টেন্ডারের **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৩-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১২১৩-২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বালিগঞ্জ ঃ বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রীভিত্তিক পরিষেবা দানের জন্য প্রস্তাবনা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৪২,৭২৫ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,১২,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রমিক নং - ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২১৪- ২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** লিফ্টের কাজ-শিয়ালদহ ডিভিশনঃ মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ০১টি লিফ্টের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৯৯,৪৫০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩০,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **ক্রমিক নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২১৫-২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ - শিয়ালদহ ডিভিশনঃ মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ০১টি লিফ্টের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,০৯,৯৯০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৬,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** প্রতিটির জন্য ১৭.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ০৯.০৫.২০২৫, দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ০৯.০৫.২০২৫, দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** প্রতিটির জন্য ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।

(SDAH-22/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (3rd Call) for "CONSTRUCTION OF 1ST. FLOOR OF NULM SECTION UNDER COOCH BEHAR MUNICIPALITY" **Estimated Cost — Rs. 5,21,981.00** vide **Tender Id - 2025_MAD_836885_1** eTender submission end date **-26/04/2025** And 3 nos. e-tenders for "De-siltation & cleaning of drains under Cooch Behar Municipality" 1) **Estimated Cost — Rs. 5,60,622.72 vide Tender Id: 2025_MAD_836892_1**, eTender submission end date — **26/04/2025**, 2) Estimated Cost - Rs. **12,26,362.20** vide Tender Id: **2025_MAD_836889_1** & 3) Estimated Cost — **Rs. 11,45,334.70** vide **Tender Id: 2025_MAD_836891_1** eTender submission end date **- 03/05/2025**

Details information will be available from the website — **(i) http://wbtenders.gov.in**
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ই-অকশন/২০২৫, তারিখ ১৭.০৪.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ● **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১৫।** ● **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। যথাক্রমে **ক্রম নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র);** হাওড়া ডিভিশনে চলমান ১২ কোচের ইএমইউ রেকের বাইরের পৃষ্ঠভাগে পাশের পুরো দেওয়ালে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড ব্যতিরেকে) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। **এএ/২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৮-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র);** হাওড়া ডিভিশনে চলমান ১২ কোচের ইএমইউ রেকের বাইরের পৃষ্ঠভাগে পাশের পুরো দেওয়ালে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড ব্যতিরেকে) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। **এএ/৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র);** হাওড়া ডিভিশনে চলমান ১২ কোচের ইএমইউ রেকের বাইরের পৃষ্ঠভাগে পাশের পুরো দেওয়ালে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড ব্যতিরেকে) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। **এএ/৪; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র);** হাওড়া ডিভিশনে চলমান ১২ কোচের ইএমইউ রেকের বাইরের পৃষ্ঠভাগে পাশের পুরো দেওয়ালে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড ব্যতিরেকে) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। **এএ/৫; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি- এস১-ইএমইউআর৪৩-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র);** হাওড়া ডিভিশনে চলমান ১২ কোচের ইএমইউ রেকের বাইরের পৃষ্ঠভাগে পাশের পুরো দেওয়ালে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড ব্যতিরেকে) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান।

(HWH-38/2025-26) **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চেন্নাইয়ের চমক, ২ কোটির বেশি টাকায় বেবি এবিকে সই ধোনির টিমের

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মরসুমটা একেবারেই ভালো যাচ্ছিল না চেন্নাই সুপার কিংসের। টানা পাঁচটি ম্যাচ হেরেছিল তারা। এর মধ্যে ঘরের মাঠেও হারের হ্যাটট্রিক হয়েছে। চেন্নাই শিবিরে অস্বস্তি বেড়েছিল ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের চোটে। আইপিএল মরসুমের বাকি ম্যাচগুলি থেকেই ছিটকে গিয়েছেন ঋতুরাজ। ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন তুলে নিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। গত ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনও করেছে সিএসকে। ঋতুরাজের পরিবর্ত হিসেবে মুম্বইয়ের তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাহত্রেকে সই করিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। এ বার বিদেশি তরুণ তুর্কিকে সই করাল ধোনির চেন্নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী ব্যাটার ডিওয়াল্ড ব্রেভিস আইপিএলের মঞ্চে নতুন নাম নয়। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ খেলেই আইপিএলে সুযোগ পেয়েছিলেন। এ বার মেগা

অকশনে অবিক্রীত থেকে গিয়েছিলেন। অবশেষে চেন্নাই সুপার কিংসে বেবি এবি। আইপিএলের তরফে একটি মেইলে নিশ্চিত করা হয়েছে, চেন্নাইয়ে গুরজপনীত সিংয়ের চোট থাকায় তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে সই করিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে ৮১টি ম্যাচ খেলেছেন প্রোটিয়া তরুণ ব্যাটার ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। করেছেন ১৭৮৭ রান। সর্বাধিক স্কোর ১৬২! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও খেলেছেন। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তাঁর পথ চলা শুরু। ১০টি ম্যাচ খেলেছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জার্সিতে। করেছেন মোট ২৩০ রান। ২.২ কোটি টাকায় চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিচ্ছেন বেবি এবি।

২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে নিজের সঙ্গে 'সৎ' থাকতে চান মেসি

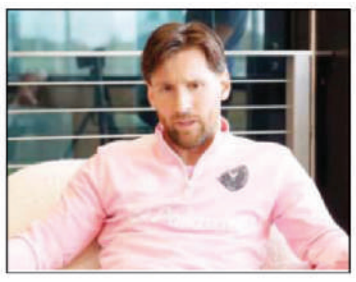

"২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারাটা আমার জন্য যন্ত্রণার ছিল। পরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সবকিছু সহনীয় হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। আমি দুটি বিশ্বকাপ জিততে পারতাম, তবে আমার বিশ্বকাপ আছে।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সম্ভবত-লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না? মেসি নিজেই এ নিয়ে কথা বলেছেন এর আগে। গত বছর নভেম্বরে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, তিনি এখনো নিশ্চিত নন। আগে বছরটা ভালোভাবে শেষ করতে চান। ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে এগোতে চান প্রতিটি দিন ধরে ধরে। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি মেসির আগামী বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন গত মার্চে। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলকে হারানোর পর স্কালোনি বলেছিলেন, দেখা যাক কী হয়, এখনো তো হাতে সময় আছে। মেসির সিদ্ধান্ত মেসিকেই নিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন স্কালোনি। ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন আবারও করা হয়েছিল মেসিকে। আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ডিফেন্ডার কিকে উলফের অনুষ্ঠান 'সম্পলি ফুটবল'কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা। ইএসপিএনে দীর্ঘ ২৪ বছর এই অনুষ্ঠান চলার পর এখন ইউটিউবে প্রচারিত হচ্ছে। ইন্টার মায়ামি কমপ্লেক্সের ভেতরে কিকে উলফ এবং তাঁর ছেলে পেদ্রোর নেওয়া এই সাক্ষাৎকারে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি, "২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে এ বছরটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। অবশ্যই আমি বিশ্বকাপ এবং সেখানে থাকা নিয়ে ভাবছি। কিন্তু আমি প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি। সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) আমি থাকতে পারব কি না, এ বিষয়ে আমার নিজের সঙ্গে আমাকে সৎ থাকতে হবে।" মেসি জানিয়েছেন, তিনি 'কোনো লক্ষ্যস্থির করতে চান না।' শারীরিকভাবে কেমন অনুভব করছেন সেটা ৩৭ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ডের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেসি বলেছেন, "এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারতাম না। শুধু বিশ্বকাপটাই ছিল না। আমি সবকিছু জিতেছি। সবকিছুই অর্জন করেছি। বিশ্বকাপ বার্সেলোনায় আছে, সেখানে রাখা আছে। (আমার) সব ট্রফি ও পুরস্কার বার্সেলোনায়।" ২০১৪ বিশ্বকাপেরও ফাইনালে খেলেছে আর্জেন্টিনা। হারতে হয় জার্মানির কাছে। এ নিয়ে মেসি বলেছেন, "২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারাটা আমার জন্য যন্ত্রণার ছিল। পরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সবকিছু সহনীয় হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। আমি দুটি বিশ্বকাপ জিততে পারতাম, তবে আমার বিশ্বকাপ আছে।" ২০১১ কোপা আমেরিকার

কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের বিপক্ষে টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম কিকটি মেসির। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও টাইব্রেকারে দলের হয়ে প্রথম শটটি নেন মেসি। এভাবে চিলির বিপক্ষে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দুটি কোপা আমেরিকা ফাইনালের টাইব্রেকার, ২০২১ কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে টাইব্রেকার, ২০২২ বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টাইব্রেকার, ফাইনালের টাইব্রেকার এবং ২০২৪ কোপা আমেরিকা কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে টাইব্রেকারেও আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম শটটি নেন মেসি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মেসি বলেছেন, "সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে পেনাল্টি শুটআউটে আমি সব সময়ই প্রথমে যাই, সব সময়ই এটা করেছি।" বয়সভিত্তিক ও মূল দল মিলিয়ে বার্সেলোনায় ২১ বছর থাকার পর ২০২১ সালে ক্লাবটি ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। সেখানে দুই মরসুম খেলে ২০২৩ সালে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। মেসি জানিয়েছিলেন, পিএসজি ছাড়ার পর বার্সায় ফেরার ইচ্ছা তাঁর ছিল, "বার্সেলোনায় ফিরতে চেয়েছিলাম, যেখানে আমি সব সময় থাকতে চেয়েছি। কিন্তু এটা সম্ভব হয়নি। এরপর যুক্তরাস্ট্রে বসবাস করে এমএলএসে খেলার সিদ্ধান্তটি পারিবারিক, যে ক্লাবটিতে খেলছি তারা বেড়ে উঠছে এবং দারুণ কিছু জয়ের স্বপ্ন দেখে। আমি ইউরোপে আর কোনো দলে যোগ দিতে চাইনি। এটা কখনো মনেও আসেনি।" মেসি এ নিয়ে যোগ করেন, "আমরা দুটি জটিল বছর পেরিয়ে এসেছিলাম, বার্সেলোনায় যেকোনোভাবে হোক থেকেছি এবং প্যারিসে পরিবার ভালো ছিল। কিন্তু সেখানে প্রতিদিনের জীবন ও অনুশীলন ভালো লাগেনি। আমরা চেয়েছিলাম পরিবারকে ভালো রাখতে এবং আমি যেটা পছন্দ করি সেটা উপভোগ করতে।"

না খেলেই সুপার কাপের কোয়ার্টারে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ সুপার কাপে খেলছে না চার্চিল ব্রাদার্স। আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই ঘোষণা করে দিল এআইএফএফ। যে কারণে প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেয়ে গেল মোহনবাগান। ফলে ২০ এপ্রিলের ম্যাচ না খেলেই সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল সবুজ-মেরুন বাহিনী। অন্যদিকে সময় বদলাল ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের। যেই ম্যাচটি ২০ এপ্রিল বিকেল ৪টে ৩০ থেকে হওয়ার কথা ছিল। এখন সেই ম্যাচটি হবে রাত আটটায়। যদি ইস্টবেঙ্গল কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারাতে পারে, তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালেই দেখবে ডার্বি দেখবে ভারতের ফুটবল জনতা। এআইএফএফ'র তরফ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, 'সুপার কাপ থেকে গোয়ার ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় শেষ ষোলোর ম্যাচে মোহনবাগান বাই পেল। ম্যাচটি ২০ এপ্রিল, রাত ৮টায় হওয়ার কথা ছিল। আইএসএল কাপ ও লিগ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। এপ্রিলের ২৬ তারিখ ম্যাচটি হবে। ইস্টবেঙ্গল ও কেরালা ব্লাস্টার্সের ম্যাচের জয়ী দল তাদের বিরুদ্ধে খেলবে। সময় বদলে এই ম্যাচটি এপ্রিলের ২০ তারিখ রাত ৮টা থেকে হবে।' ১৩ এপ্রিল এআইএফএফ'কে চিঠি দিয়ে নাম প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছিল চার্চিল। ঘটনার সূত্রপাত আই লিগের

চ্যাম্পিয়ন কে হবে, সেই জটিলতা নিয়ে। পয়েন্ট তালিকায় চার্চিল এগিয়ে থাকলেও, ইন্টার কাশীর আবেদনের জন্য এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এআইএফএফ। বিষয়টি আপাতত আপিল কমিটির অধীনে। চার্চিল মনে করছে, তাদের বিরুদ্ধে 'বিমাতাসুলভ' আচরণ করছে এআইএফএফ। যেহেতু চ্যাম্পিয়ন কে নির্ধারিত হয়নি, তাই সুপার কাপের সূচির জন্য কার্যত লটারি করতে হয়েছে। যে পদ্ধতিতে 'অনিয়ম' ও 'স্বচ্ছতার অভাব' রয়েছে অভিযোগ রয়েছে। অতএব প্রতিবাদস্বরূপ তারা সুপার কাপ থেকে নাম তুলে নেয় তারা। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা জানাল এআইএফএফও। এদিকে সুপার কাপকে সামনে রেখে লক্ষ্মীবার থেকেই লক্ষ্মীলাভের জন্য অনুশীলন শুরু করেছে মোহনবাগান এসজি। তবে এটা নিশ্চিত যে, সুপার কাপে সেরা দল নামাবে না মেরিনার্স। কোচের হটসিটেও সম্ভবত দেখা যাবে না হেডস্যার হোসে মোলিনাকে। সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের অধীনে মূলত জুনিয়র দল নিয়েই নামবে তারা। অনুশীলনেও দেখা গেল সেই চিত্র। সুপার কাপকে সামনে রেখে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নিতে চাইছে মোহনবাগান।

বন্দনার অবসর নিয়ে আবেগঘন পোস্ট প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ এই মাসের শুরুতে আন্তর্জাতিক খেলা থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন ভারতের মহিলা হকি তারকা বন্দনা কাটারিয়া। অবসান হয়েছে তাঁর ১৫ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই হকি তারকাকে খেলাধুলায় তাঁর অবদানের জন্য প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্দনা কাটারিয়া তাঁর বর্ণাঢ্য কেরিয়ারে ৩২০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে তাঁর দক্ষতা এবং নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন, যা ভারতীয় হকিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'এক্স'-এ শেয়ার করা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'ভারতীয় মহিলা হকি দলের একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় হিসাবে সাফল্যে ভরা একটি দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন এবং জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করার জন্য আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনি খেলাধুলার মাধ্যমে দেশবাসীকে গর্বিত বোধ করার অনেক সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখতে বিশাল অবদান রেখেছেন।'

সবুজ-মেরুন জার্সিতে সেরাটা দিতে মুখিয়ে নুনো রেইস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সময় এগোনোর সাথে সাথেই তাঁদের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছিল সকলকে। তবে সেখানেই শেষ নয়। সেই সময় দেশের অন্যান্য ফুটবল ক্লাব গুলিকে পেছনে ফেলে নুনো রেইসকে সই করায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। একটা সময় এই পর্তুগিজ তারকাকে দলে টানার জন্য পড়শী ক্লাব আসরে নামলেও শেষ বেলায় চমক দেয় সবুজ-মেরুন। যারফলে নয়া ফুটবল সিজনে সপ্তম বিদেশি হিসেবে তিনি যোগদান করেন মোহনবাগানে। গত মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিটির হয়ে খেলেছিলেন জেমি ম্যাকলারেনের এই সতীর্থ ফুটবলার। রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসাযোগ্য ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন সেখানে। তবে এএফসির টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখেই তাঁকে দলে এনেছিল বাগান ব্রিগেড। যারফলে অনেকেই মনে করেছিল যে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে হয়তো নিজের জাত চেনাবেন এই ফুটবলার। কিন্তু তাঁর আগেই বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহের মধ্য দিয়ে বদলে যায় অনেক কিছু। যারফলে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করাই অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে ময়দানের এই প্রধানের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। গতবারের মতো এবারও টুর্নামেন্টের লিগ শিল্ড জয় করার পাশাপাশি শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করে লিগ কাপ ও নিজেদের দখলে নিয়েছে

মোহনবাগান। বর্তমানে সেই নিয়ে খুশির হাওয়া সবুজ-মেরুন শিবিরের অন্দরে। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে কলিঙ্গ সুপার কাপ। এই টুর্নামেন্টে ও নিজেদের সাফল্যের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন বাগান ফুটবলাররা। সেইমতো বৃহস্পতিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে দল। তবে জোসে মোলিনার পরিবর্তে জুনিয়র দলের কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানেই এবারের এই টুর্নামেন্ট খেলবে মোহনবাগান। শোনা যাচ্ছে এই ফুটবল টুর্নামেন্টেই দলের রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যেতে চলেছে নুনো রেইসকে। গত বেশ কয়েক মাস ধরেই দলের সঙ্গে জোর কদমে অনুশীলন করে আসছেন এই ফুটবলার। এবার মাঠের নব্বই মিনিটে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে তারকার।

৯ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তন

কী অবিশ্বাস্য এক লড়াইয়ের স্বাক্ষীই না হলো ওল্ড ট্র্যাফোর্ড! প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে জয়ের পথে যাত্রা শুরু করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ছয় মিনিটের ব্যবধানে পাল্টা দুই গোল করে ঘুরে দাঁড়াল লিওঁ। অতিরিক্ত সময়ে আরও দুই গোল হজম করে ছিটকে পড়ার দ্বারপ্রান্তে চলে গেল আয়োজকরা। এরপর মাঠে যা হলো, তা যেন বিশ্বাস করাই দায়। ক্ষণে ক্ষণে মোড় বদলের ম্যাচে শেষ সাত মিনিটে চিত্রপট আমূল বদলে দিয়ে, প্রত্যাবর্তনের নতুন এক আখ্যান রচনা করল রুবেন আমুরির দল।

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ১৮ এপ্রিলঃ ওল্ড ট্রাফোর্ডের ঘড়িতে তখন ১০৯ মিনিট। গোল করলেন লিঁও ফরোয়ার্ড আলেক্সান্দার লাকাজেত্তে। তাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মরসুম কার্যত শেষ। কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগের এ ম্যাচে ৪-২ গোলে পিছিয়ে ইউনাইটেড। দুই লেগ মিলিয়ে পিছিয়ে থাকার ব্যবধান ৬-৪। অতিরিক্ত সময় শেষ হতে বাকি মাত্র ১১ মিনিট। গ্যালারি ছেড়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডের গেট দিয়ে বাড়ির পথ ধরেন ইউনাইটেডের হাজারো সমর্থক। তাদের জন্য এই ম্যাচে আর কী বাকি থাকে! রিও ফার্ডিনান্ডও তা-ই ভেবেছিলেন। ক্লাবটির প্রাক্তন এই ডিফেন্ডার টিএনটি স্পোর্টসের ধারাভাষ্যে বলেন, 'ইউনাইটেডের অলৌকিকের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন।' ওল্ড ট্রাফোর্ডে ঠিক তারপরই অলৌকিত্ব ধরা দিল! ম্যাচের বাকি তখন ৬ মিনিট। কাসেমিরো ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পায় ইউনাইটেড। ১১৪ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করেন ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে ইউনাইটেডের আরেক মিডফিল্ডার কোবি মাইনোর জোরালো বাঁকানো শট আশ্রয় নেয় লিঁওর জালে। ফিরতি লেগে তখন ইউনাইটেড ৪-৪ গোলে সমতায়। টাইব্রেকারের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল। তাতেও ইউনাইটেডের খুব বেশি স্বস্তি পাওয়ার কথা নয়। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে এই ওল্ড ট্রাফোর্ডেই এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে ফুলহামের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু হ্যারি ম্যাগুয়ার ভেবেছেন অন্য কিছু। ইউনাইটেডের ধারাবাহিক পতনে ম্যাগুয়ারকে সবচেয়ে বেশি বলির পাঁঠা বানানো হয়। যদিও বড় ম্যাচে ম্যাগুয়ারই সবচেয়ে বেশি মাথা তুলে দাঁড়ান ইউনাইটেডের হয়ে। সেই ম্যাগুয়ারই ভেবেছিলেন আজ (কাল রাতে) অন্তত বিদায় নেবেন না। মাইনোর গোলের এক মিনিটের কম

সময়ের মধ্যে (যোগ করা সময়) হেডে গোল করেন ম্যাগুয়ার। উন্মাদের মতো উদযাপনে মাতল ওল্ড ট্রাফোর্ডের গ্যালারি, উন্মাদ কি ম্যাগুয়ার নিজেও হননি? এ তো অবিশ্বাস্য এক জয়! শেষ বাঁশি বাজার পর চোখেমুখে অবিশ্বাস ফুটিয়ে টিএনটি স্পোর্টসকে ফার্ডিনান্ড বলেছেন, "দর্শক হিসেবে আমি এমন কিছু কখনো দেখিনি। অসাধারণ। ৪-২ গোলে পিছিয়ে থাকতে আমরা অনেক দর্শককেই গ্যালারি ছেড়ে যেতে দেখেছি, সবাই ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আমি নিজেও ধারাভাষ্যে বলেছি, ঘুরে দাঁড়াতে ইউনাইটেডের অলৌকিকত্বের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন এবং আমার মধ্যে সেই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, কারণ এটা দুর্দান্ত ব্যাপার।" ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলকিপার পল রবিনসনও বিস্ময়ে থ বনে গিয়ে বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে বলেন, "ওল্ড ট্রাফোর্ডের ভেতরের দৃশ্যগুলো একদমই অন্য রকম। আমি কখনো এমন কিছু দেখিনি। স্টুয়ার্ডস থেকে দর্শক কিংবা সাপোর্ট স্টাফ-সবাই মাঠে। আন্দ্রে ওনানা ভিক্টরি ল্যাপ দিচ্ছে। ওল্ড ট্রাফোর্ড অনেক বছর এমন কিছু দেখেনি। মনে হয় না এমন ম্যাচ এর আগে কখনো দেখেছি। কোনো রকম সুযোগই ছিল না। কিন্তু তাদের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চরিত্র গোটা মরসুমে দেখতে পাইনি। প্রশংসার ভাষা নেই।" ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতার নকআউটে এর আগে অতিরিক্ত সময়ে কখনোই পাঁচ গোল দেখা যায়নি। তবে 'থিয়েটার অব ড্রিমস'খ্যাত ওল্ড ট্রাফোর্ডে নতুন ইতিহাসের জন্ম হওয়াও নতুন কিছু নয়। ইউনাইটেডের প্রাক্তন মিডফিল্ডার পল স্কোলস যেমনটা বলেছেন টিএনটি স্পোর্টসকে, "এই ক্লাবে বিশেষ অনেক কিছুই ঘটতে দেখেছেন। (১৯৯৯ সালে) লিভারপুলের বিপক্ষে ওলে গুনার সুলশারকে মনে পড়ছে। কিন্তু সেটা ছিল ২-১ আর এটা ৫-৪।" তবে গতকাল রাতের অবিশ্বাস্য ফলকে সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার লেনি ইয়োরো, "সত্যি বলতে কী ঘটেছে আমি বলতে পারব না। এটা পাগলামি! সমর্থকেরা এটা ঘটাতে আমাদের সাহায্য করেছে। ৪-২ গোলে পিছিয়ে থাকতেও যখন সমর্থকদের আওয়াজ শুনবেন, তখন মনে হবে এটা সম্ভব। আমাদের বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল আর বিশ্বাসটা না থাকলে জিততে পারবেন না।" ৩২ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে ১৪তম ইউনাইটেড। নিজেদের ইতিহাসে এবার তারা সবচেয়ে কম পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের মরসুম শেষ করবে। তবে ইউরোপা লিগে শিরোপা জয়ের আশা টিকে আছে। আগামী মাসে সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেনের ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাও। জিততে পারলে ফাইনালে খেলবে বিলবাওয়ের মাঠ সান মামেসে। সেটাও জিততে পারলে চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মরসুমে জায়গা করে নেবে ইউনাইটেড। ইউনাইটেডের সমর্থকেরা সম্ভবত এখনই এমন কিছু ভাবছেন না। কাল রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনার রেশই তো এখনো কাটেনি।

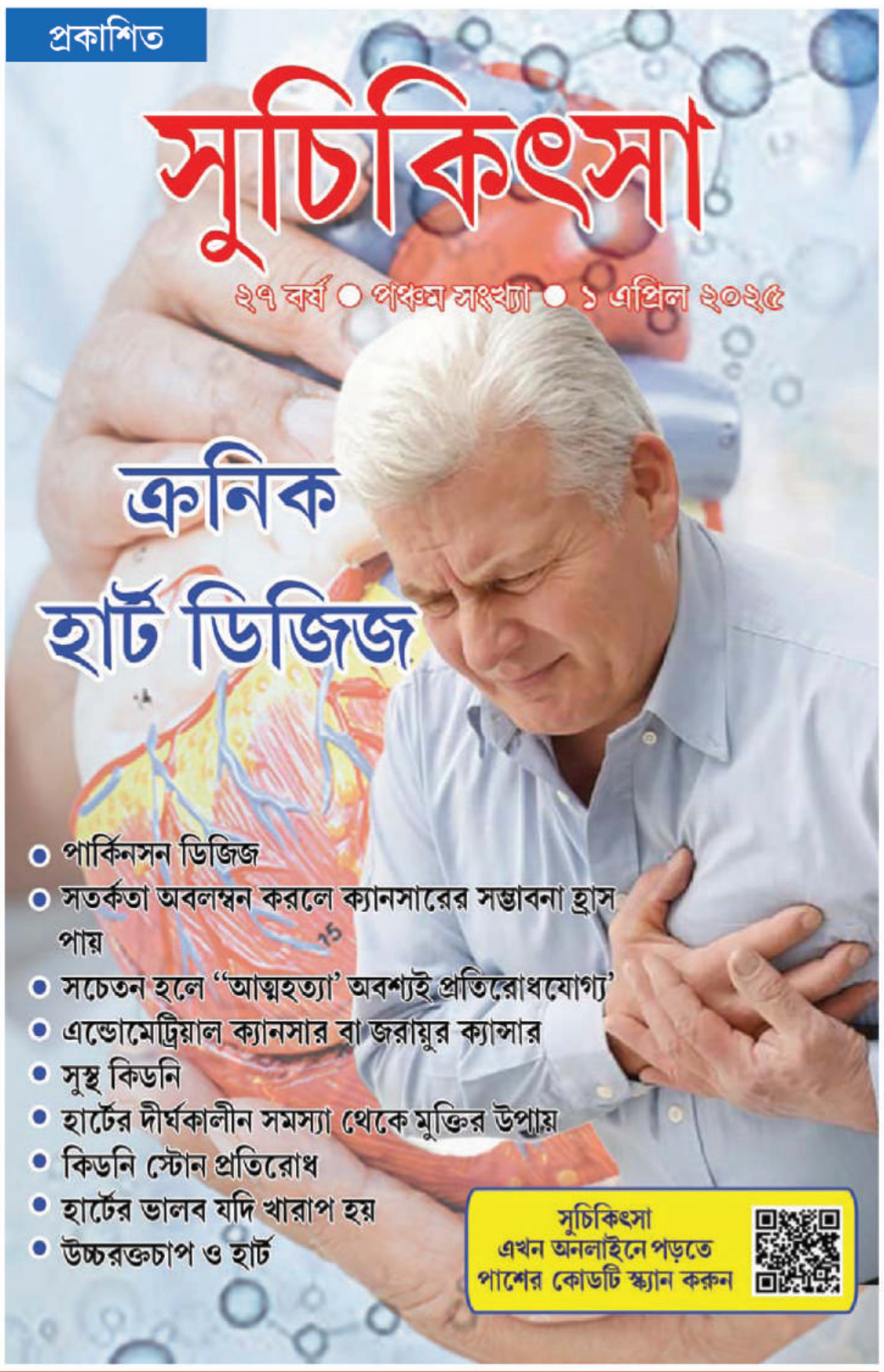

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com